CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 25 March, 2021 ■ আগরতলা, ২৫ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাঞ্চনপুরে সাংবাদিক বেশে আক্রান্ত ঠিকাদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। সাংবাদিক বেশে ঠিকাদার আক্রান্ত হয়েছেন কাঞ্চনপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র বিভিন্ন মহলে জোর আলোচনা চলছে। এই ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১.৩০টা নাগাদ কাঞ্চনপুর থানার ওসি এক হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজে জানতে পারেন যে, জনৈক বিকাশ দাস কাঞ্চনপুর থানার অন্তর্গত পূর্ব শান্তিপুর এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন। বিকাশ দাস কাঞ্চনপুর থানাধীন গৌরীশংকর পুরের বাসিন্দা দিলীপ দাসের পুত্র। তিনি পেশায় স্যন্দন পত্রিকার একজন রিপোর্টার ও একজন ঠিকাদার। খবরে প্রকাশ যে, আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েন।

ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কাঞ্চনপুর থানা থেকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে যায় এবং তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি কপালে আঘাত পান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তার ভাই দ্বিজেন দাস কাঞ্চনপুর থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, বিকাশ দাস শান্তিপুর এডিসি ভিলেজে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তিনি কিছু অপরিচিত দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই অনুযায়ী কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়।

প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা যায় যে, বিকাশ দাস কাঞ্চনপুর ডিডব্লিউএস দপ্তরের এসডিও-কে জানিয়ে শান্তিপুরে তার পাম্প হাউস নির্মাণের সাইটে যান। এই নির্মাণ কাজটির আর্থিক মূল্য প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেখান থেকে তার ইটগুলি চুরি হয়ে গেছে এবং দেখতে পান যে, পাশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রবীণ নাগরিকদের কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার বিশেষ অভিযানের সূচনা

সরকারের লক্ষ্য করোনা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরাকে করোনা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আজ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত এই তিনদিনে রাজ্যের পৌনে ৪ লক্ষ প্রবীণ নাগরিককে মিশন মুডে কোভিড-১৯ টিকাকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। একজন প্রবীণ নাগরিকও যাতে কোভিড টিকাকরণ থেকে বাদ না যান সেদিকে নজর রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আজ আই জি এম হাসপাতালে বিশ্ব যক্ষা দিবস এবং প্রবীণ নাগরিকদের কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচির বিশেষ অভিযানের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান।

প্রদীপ জেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আমরা কোভিড-১৯ অতিমারির সাথে পরিচিত হয়েছি। তবে যাদের বয়স ৬০-এর বেশি তাদেরই সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিটা বেশি থাকে। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে মাতা, পিতা, গুরুজন রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে টিকাকরণ কেন্দ্রে এনে টিকাকরণ করানো উচিত। এই তিনদিন উৎসবের মেজাজে এই কাজটা আমাদের করতে হবে। তিনি বলেন, করোনা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। করোনা অতিমারির সময় ত্রিপুরাতে খাদ্যের অভাবে একজনও মারা যাননি। এটা রাজ্যের বড় সাফল্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনায় ত্রিপুরা দেশে ভালো অবস্থায় রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে রাজ্যে ৫৪.৯ শতাংশ শিশুর মধ্যে কৃমি রোগের প্রাদুর্ভাব ছিলো। ২০১৯ সালে তা কমে হয়েছে ২ শতাংশে। রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হারও বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোভিড-১৯ অতিমারির সময় ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে সঠিক দিশায় নিয়ে গেছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে ৩০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে টিকাকরণের জন্য। কেউ কোনোদিন কল্পনা করেননি যে, দেশে করোনা ভ্যাকসিন তৈরি হবে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছে। আমরাও প্রধানমন্ত্রীর পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি। কোভিড টিকাকরণে ত্রিপুরা আজ দেশের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য করোনা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, রাজ্য সরকার আজ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত এই তিনদিন কোভিড-১৯ টিকাকরণের যে উদ্যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দি ত্রিপুরা শপস অ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্টস সংশোধনী বিল বিধানসভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। শ্রমিক ও মালিকদের স্বার্থে, রাজ্যের মানুষের স্বার্থেই দি ত্রিপুরা শপস অ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্টস (ফিফ্‌থ অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ২০২১) গ্রহণ করার জন্য বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিল গৃহীত হলে শ্রমিকদের কোনও ক্ষতি হবে না। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। আলোচনার পর বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

এই বিলটি অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বিলটি বিধানসভায় উত্থাপন করেন। বিলটির উপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে ইন্সপেক্টর রাজ শেষ করতে চাইছে। যদি শ্রমিকদের কোনও সমস্যা হয় তবে তা সমাধানের জন্য শ্রম দপ্তর রয়েছে। শ্রমিকগণ সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রম দপ্তরে আবেদন করতে পারেন। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনও এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। শ্রমিক মালিক সবার সুবিধার জন্যই এই আইন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্যবসায়ীদের জন্য ট্রেড লাইসেন্স, বীমার সুযোগের কথাও তুলে ধরেন।

বিলটি উত্থাপনের পর আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বিলের পক্ষে আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক তপন চক্রবর্তী বলেন, এই বিল গৃহীত হলে শ্রমিকদের সমস্যা হবে।

আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আলোচনার পর 'দি পেমেন্ট অব গ্র্যাচুইটি (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা বিল নং ৭ অব ২০২১)' বিলটিও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বিধানসভায় পাশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিলটি সভায় উত্থাপন করেন। তিনি সভাকে আশ্বস্ত করে বলেন, রাজ্য সরকার গ্র্যাচুইটি দেবে না বা বন্ধ করে দেবে একথা বিলে বলা হয়নি। বিলটি সভায় উত্থাপনের পর আলোচনা করেন বিধায়ক ভানুলাল সাহা।

বিধানসভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অভিমানী বিজেপি বিধায়ক

আগরতলা, ২৪ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতীমোহন দাসের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন বিজেপি বিধায়ক সুধাংশু দাস। অভিমান করে আজ তিনি অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার চেহেরা বোধহয় আপনার পছন্দ নয়। তাই, হয়তো বিরোধী দলের দুই সদস্যকে বক্তব্য রাখার সময় দেওয়া সম্ভব হলেও আমাকে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছেন না। বিষয়টি খুবই অদ্ভুত। প্রসঙ্গত, গত দুদিন ধরে অধ্যক্ষের আচরণে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। আজ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন কর্তা হয়েও অতিরিক্ত কিছুই জানতে চাননি বিধায়ক সুধাংশু দাস।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জবাব দেওয়ার পর বিধায়ক সুধাংশু দাস নিজ বিধানসভা ক্ষেত্র ফটিকরায়স্থিত দুটি বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে দফতরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁকে অনুমতি দেননি। বরং সময়ের অভাবে প্রশ্নকর্তা ছাড়া অন্য কাউকে কথা বলার সুযোগ সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন তিনি। কিন পরবর্তী সময়ে বিরোধী দলের সুধন দাসের মৎস্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী জবাব দেওয়ার পর বিধায়ক ভানুলাল সাহা আরও অতিরিক্ত প্রশ্নও উত্থাপন করেন। শুধু তা-ই নয়, মন্ত্রীর কাছ থেকে ওই সব প্রশ্নের জবাব আদায়ে জোর চেষ্টা করেছেন। ভানুলাল সাহা প্রশ্নকর্তা না হয়েও কথা বলার সুযোগ পাওয়ায় চটে লাল হয়ে যান বিজেপি বিধায়ক সুধাংশু দাস।

শুধু তা-ই নয়, সুযোগ পেয়েই তিনি অধ্যক্ষকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। এদিন সুধাংশু বাবু চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রশ্ন আনেন এবং শিক্ষা মন্ত্রী ওই প্রশ্নের জবাব দেন। কিন্তু অতিরিক্ত প্রশ্ন জানতে চাওয়ার বদলে তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় অধ্যক্ষকে বিঁধেছেন। তিনি বলেন, আপনার হয়তো আমার চেহারা পছন্দ নয়। তাই, বিরোধী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৫৫৩টি পরিবারের অন্ত্যোদয় কার্ড দেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে এখন পর্যন্ত ১৭,৬৩৮টি পরিবারের ৬৫,৩৬৯ জন সদস্যকে চিহ্নিত করে প্রায়োরিটি গ্রপ (পিজি) রেশনকার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং খাদ্য দপ্তর থেকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক আশিস কুমার সাহার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই সময়ের মধ্যে ৫৫৩টি পরিবারের ১,৫৩৩ জন সদস্যকে চিহ্নিত করে অন্ত্যোদয় কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং খাদ্য দপ্তর থেকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এদিকে, রাজ্যে সর্বমোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে কুখ্যাত নেশা কারবারী ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বুধবার দুপুর নাগাদ চাকমা ঘাট এলাকা থেকে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিক আটক করেছে।তেলিয়ামুড়া থানার এস আই জয়ন্ত হালদার পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে চাকমা ঘাট এলাকায় নেশা কারবারি রাজীব সরকার ওরফে ভুট্টোর বাড়িতে হানা দেন।

হানা দিয়ে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রয়েছে। সে দীর্ঘদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। বুধবার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানতে পারেন সে চাকমা ঘাটে তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে চাকমা ঘাটে তার বাড়িতে হানা দিয়ে সাফল্য পান তিনি। তাকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর জন্য ১৩ হাজার পদ পুনরায় নিয়ে আসার পরামর্শ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার যে তের হাজার পদ সৃষ্টি করেছিল সেই পদগুলি পুনরায় আনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বাজেট অধিবেশনের চতুর্থদিন শাসক বেঞ্চের কাছে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দাবি তুলে বিরোধী দলের বেঞ্চ। এদিন সভা মুলতবির সময় সেসব বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন, ভিন্নমত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক দল যেমন থাকবে, বিরোধী দলও থাকবে। এবং মানুষের বাক স্বাধীনতাও থাকবে। মানুষের সুখ-দুঃখ জানতে চাওয়া হবে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা নেই বলে দাবি জানানো হয়েছে। মানুষ সব দেখছে, মানুষ শুনছে। আর মানুষ সময় সাপেক্ষে জবাব দেবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তিনি জানান বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তাই বাজেটের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দরিদ্রতম এপিএল রেশনকার্ডধারীকে দুই মাসের নিয়মিত বরাদ্দের চাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে খাদ্য, জনসংভরণ দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন রিলিফ প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণীর রেশনকার্ডধারী পরিবারগুলির মধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ওই বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে চাল ও ডাল সরবরাহ করেছে।

এরমধ্যে পিএমজিকেএওয়াই প্রকল্পে রাজ্যের ৫.৭৮ লক্ষ খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন রেশনকার্ডধারী পরিবারগুলির মধ্যে ওই সময়ে সদস্য পিছু প্রতি মাসে ৫ কেজি চাল এবং পরিবার পিছু ১ কেজি ডাল (এপ্রিল থেকে জন মাস) ও পরিবার পিছু ১ কেজি করে চানা (জুলাই থেকে নভেম্বর মাস) সরবরাহ করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পের জন্য মোট ৯৫,০২৫.০৩ মেট্রিকটন চাল, ১,৬২০.২ মেট্রিকটন মসুর ডাল এবং ২,৭৯৫.৭ মেট্রিকটন চানা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছিল।

খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রিলিফ প্যাকেজের আওতায় ৫.৭৮ লক্ষ খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতাধীন রেশনকার্ডধারী পরিবারগুলি ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের নিয়মিত বরাদ্দের চাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক বাদল চৌধুরীর উপর হামলা নিন্দা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

আগরতলা, ২৪ মার্চ (হি. স.)।। বিধায়ক বাদল চৌধুরী-র উপর আক্রমনের ঘটনায় নিন্দা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি দাবি করেন, ওই ঘটনায় পুলিশ দুইজন-কে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত জারি আছে। তাতে, সন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। আগামী দিনে এমন ঘটনা-র সাক্ষী হবেন না ত্রিপুরাবাসী, এমনটাই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে বিধায়ক সুধন দাস এবং বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী-র উল্লেখপর্বে উত্থাপিত নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৩ মার্চ মনিরামপুর বাজার শেডে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মরণে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় দুস্কৃতিকারী-রা বিধায়ক বাদল চৌধুরী-কে লোহার রড, লাঠি ও পাথর দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে শারীরিক নির্যাতন করেছেন, এমনটাই অভিযোগে মোট আট জন-কে অভিযুক্ত করে ঋষ্যমুখ আউটপোস্ট-এ সিপিএম-র বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত মামলা রুজু করেন। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় বাদল চৌধুরী ও তার দেহরক্ষী এবং বাসুদেব মজুমদার-র দেহরক্ষী আহত হন। তাছাড়া, দুইটি যানবাহন-র ক্ষতি হয়েছে, অভিযোগ রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তকারী অফিসার ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। তদন্তের সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ রেকর্ড করেন এবং গাড়ি দু'টি বাজেয়াপ্ত করেন। এছাড়াও ঘটনাস্থল এবং ক্ষতিগ্রস্থ গাড়ির ভেতর থেকে ঘটনার সময় ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করেন। পুলিশের তরফ থেকে এজাহারে উল্লেখিত অভিযুক্তদের বাড়িতে বারবার হানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছে। পরবর্তীতে গত ৯ মার্চ আদালতের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গত ১৮ মার্চ ঘটনার তদন্তকারী অফিসার আটজন অভিযুক্তকে থানায় হাজিরের জন্য নোটিশ জারী করেন এবং সেইসঙ্গে সেইদিন পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বাড়িতে বার বার হানা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ওই দিনই অভিযুক্তরা সকলে জেলা আদালতে আত্মসমর্পন করেন এবং আদালত থেকে জামিন পান।

তিনি আরও জানান, ঘটনার দিন ড: শাস্বতী দাস প্রাথমিক ভাবে আহত বাদল চৌধুরী-কে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করেন এবং পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞ চিকিতকের পরামর্শে তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে জিবি হাসপাতাল থেকে বাদল চৌধুরী-র আঘাতের রিপোর্ট-এ জানা গেছে তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ২৩ মার্চ পুলিশ জীতেন্দ্র ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৬৪ ◻ ২৫ মার্চ ২০২১ ইং ◻ ১১ চৈত্র ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভোগবাদী মানসিকতা

সমাজ ব্যবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ক্রমশ ছোট হইয়া যাইতেছে।স্বামী স্ত্রী সন্তান ছাড়া পরিবারের অন্য কাউকে সামিল করিতে চাইতেছে না। বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও পরিবারের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা আমাদের সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় কোনদিন এই কাম্য ছিল না। পশ্চিমী সংস্কৃতির আকর্ষনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে। নিজস্বতা বলিতে আর কিছুই থাকিতেছে না।সমাজব্যবস্থাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।পশ্চিমা সংস্কৃতির করাল গ্রাস আমাদের সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকেও গ্রাস করিতে শুরু করিয়াছে। শিশু কন্যা স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা ছাত্রীসহ কেউই রেহাই পাইতেছে না ধর্ষণের মত ভয়ঙ্কর প্রবণতা থেকে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও প্রতিনিয়ত ঘটিতে শুরু করিয়াছে।বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতির করাল গ্রাস হইলে মুক্তি পাইবার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে।

রাজ্যে ধর্ষণ ,গৃহবধূ নির্যাতন এবং প্রতারণার ঘটনা দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত যৌন লালসার শিকার হইতেছে। এই ধরনের কার্যকলাপ ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের অধিকার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য নানা আইনি সংস্থান থাকিলেও নারীদের অধিকার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ এর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র কিংবা পদ্ধতির প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধা সকল স্তরের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। এইসব ঘটনা যত বাড়িতেছে ততোই সমাজব্যবস্থা কলুষিত হইতেছে। সমাজব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করিবার জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থা ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। নারীরা আজও ভোগপণ্যে পরিণত।আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে এখনো একমাত্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিসাবেই বহুলাংশে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে।সংবিধানে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত থাকিলেও সেই অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে না নারীরা। সেই কারণেই নতুন করিয়া মহিলা ক্ষমতায়নের প্রশ্ন উঠিয়াছে। গোটা দেশে এবং আমাদের রাজ্যে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী সংগঠন রহিয়াছে। তাহারা নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য নানা স্লোগান তুলেলেও বাস্তবে এসব স্লোগান কতখানি বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। নারীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার জন্য যেসব আইনী সংস্থান রহিয়াছে সেসব আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করিবার ফলশ্রুতিতে নারীরা এখনো নানা অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছেন না। নারীরা যতই নারী অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য স্লোগান তোলেন না কেন নারী-পুরুষ উভয়ই যদি তাহাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন এবং সহমর্মিতা হন তাহলে অধিকার সুরক্ষা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা আজ যথেষ্ট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা রাখেন। নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করিবার ফলেই এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন নারীরা।প্রকৃতপক্ষে নারীরা যত সচেতন হইবেন ততই তাহারা তাহাদের অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পাইবেন। এই জন্য নারীদের আরও সচেতন হওয়া জরুরী।নারী অধিকার সুরক্ষা করিবার জন্য শুধুমাত্র মিটিং-মিছিল এবং সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালালে বাস্তব সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হইবে না।একদিকে যেমন নারীদের সচেতন করিতে হইবে অন্যদিকে আইনে যেসব সংস্থা রহিয়াযছে সেইসব আইনি ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে হইবে।প্রতিদিন নারীদের যেভাবে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত নারীদেরকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করা যাইবে না ততদিন নারদেল বঞ্চনা অবহেলা নির্যাতন নিত্যদিনের সঙ্গী হইবে। এই মানসিকতা ত্যাগ করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইবে। এই কথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র সংবিধানে নারীদের অধিকার বর্ণিত হইলে ই কিংবা আইন-কানুন প্রয়োগ করিলেই নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইতে পারে না। নারীদের অধিকার সুরক্ষা করিতে হইবে প্রয়োজন নারী-পুরুষ উভয়ের সমান মানসিকতা। সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতা ফিরাইতে হইলে নারী নির্যাতন ধর্ষণ শ্লীলতাহানিসহ নারীদের মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা গুলি সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষজনকে সচেতন হইতে হইবে। এটি অবশ্য খুব কঠিন কাজ নয়। এর জন্য চাই মানসিকতা এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। কোন কিছুকে চাপাইয়া দিয়া এই মহৎ কাজ কোনদিনই সফল হইতে পারে না।একথা মনে রাখিতে হইবে সমাজের প্রতিটি নারী মাতৃসম। মাতৃসম নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলে শক্তি সাধনাও বৃথা হইয়া যাইবে।নারী শিক্ষা নারীদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। নারীদেরকেও এইসব বিষয়ে আরও সচেতন হইতে হইবে। সমাজের সব অংশের সচেতন নাগরিকরা এসব বিষয়ে অগ্রসর হইয়া না আসিলে সমাজ ব্যবস্থাকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত হইতে রক্ষা যাইবে না।

করোনা নিয়ন্ত্রণে কড়া ব্যবস্থা নিতে চায় নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : করোনা অতিমারীর আবহে ভোটদাতাদের সঙ্গে প্রার্থীর শারীরিক 'মাখামাখি' রাজনৈতিক কেরিয়ারে কার্যত দাঁড়ি টেনে দিতে পারে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সেকথা স্মরণ করিয়ে ফের কড়া বার্তা দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের হুঁশিয়ারি, মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি রয়েছে। যাতে এই ধরনের শারীরিক সংস্পর্শে অনুমোদন নেই। তা সত্ত্বেও রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রার্থীদের গাছাড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে। প্রার্থীরা এই ধরনের হঠকারী অচরণ করতে থাকলে প্রার্থীপদ তো দূরে থাক শেষপর্যন্ত তাদের ঠাঁই হতে পারে শ্রীঘরে। সঙ্গে খসতে পারে গাঁটের কড়িও। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে জেলাশাসক তথা জেলা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের করোনাবিধি পালনের সমস্ত নির্দেশিকা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিতে বলা হয়েছে। প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঠিক কী কী বিধিনিষেধ রয়েছে নির্দেশনামায়? নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি বাড়ি প্রচারের ক্ষেত্রে প্রার্থীরা পাঁচ জনের বেশি সদস্য-সমর্থক সঙ্গে রাখতে পারবেন না। প্রচারে বেরিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক, স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখতে হবে। অতিমারী সংক্রান্ত দূরত্ব বিধি মানতে হবে। কমিশন চায়, একইভাবে পথযাত্রার ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ পালিত হোক। নিরাপত্তারক্ষীর গাড়ি বাদে রোড-শোয় পাঁচের বেশি গাড়ি একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না। এবং এই পাঁচ গাড়ির একটি কনভয়ের সঙ্গে পরেরটির দূরত্ব থাকতে হবে কমপক্ষে আধ ঘণ্টার। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলিকে জনসভার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে জেলাশাসকদের আরও সতর্ক হতে বলেছে কমিশন। প্রবেশ ও প্রস্থান পথ রয়েছে শুধুমাত্র এমন ময়দানকেই জনসভার অনুমতি দেওয়া যাবে। ময়দানগুলি আগে থেকে চিহ্নিত করতে হবে। একাজে সংশ্লিষ্ট জেলার কোভিড নোডাল অফিসারকে যুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি জমায়েত কখনওই যাতে নির্ধারিত মাত্রা না ছাড়ায় সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।

গুলমোহরের আবডালে নরক

দীপায়ন দত্ত রায়

১৯৭৮ সালে 'বুকার ' পেলেন আইরিস মার্ডক। সে বছরই বেলফাস্ট থেকে বারো বছরের একটি মেয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে আসে অক্সফোর্ড, শুধুমাত্র প্রিয় লেখিকার সই নেবে বলে। খুদে ভক্তের আবদার মেটানোর সময় মার্ডক সইয়ের সঙ্গে লিখে দেন 'আগামীর আইরিস, অ্যানা-কে'।

সেদিনের ছোট্ট মেয়েটিই পরবর্তীতে হয়ে উঠবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রথম 'বুকার'-জয়ী সাহিত্যিক অ্যানা বার্নস। একবিংশ শতকে আত্মপ্রকাশ অ্যানা-র সমসময়ের সহস্র নারীবাদী লেখিকার ভিড়ে উপন্যাসের বিষয় -চয়নে এবং ভাষানির্মাণে এই লেখিকা স্বতন্ত্র। মর্ষকামী পুরুংষের সাজানো গুলমোহরের আবজালে ক্রমাগত নগর হয়ে ওঠা নারী-জীবনের প্রবেশদ্বারে দাস্তের মতো নিরাশার অক্ষরে বার্নস লিখে দেন নির্বেদ। অ্যানা যাঁর ভক্ত, সেই আইরিস মার্ডক বলেছিলেন, 'মেয়ে' আর 'আইরিশ' হওয়া একই ব্যাপার। দু'জনেরই প্রশংসা জোটে, সম্মান জোটে না। অ্যানার উপন্যাসে পাব এই মার্ডকীয় উপলব্ধিরই নতুন উপস্থাপনা।

পড়াকু অ্যানা একদিন ট্রিনিটি কলেজের গ্রন্থাগারে খোঁজ পায় জুনা বার্নেসের 'নাইটউড' উপন্যাসটির টানা কয়েক ঘণ্টায় পড়ে ফেলা উপন্যাসটির একটি বাক্য অ্যানার মনে ভীষণভাবে দাগ কেটে যায় (''Our bones ache only while ther's fiesh on it'') এই কটি বাক্যই বিদ্যুচ্চমকের জন্ম দেয় অ্যানা বার্নসের প্রথম উপন্যাস 'নো বোন্স'-এর (২০০১) যেখানে সদ্য বয়ঃসন্ধির দুয়ার মাড়ানো অ্যামেলিয়া স্কুলের সহপাঠীদের হাতে বইয়ের ব্যাগের বদলে দেখে বন্দুক, মুখে চকোলেটের বদলে গাঁজা। স্কুল মাঠ হয়ে ওঠে মেয়ে মানুষ বেচাকেনার হাট। এই বধ্যভূমিতে শিশুবয়স থেকেই নারী কামনার মাদক, ভোগ্যপণ্য।

বিস্ময়ের কথা, কেউই এই পুরুষচালিত মাৎসন্যায়ে বিস্মিত হয় না। চারিদিকে অন্যায় দেখে অ্যামেলিয়া প্রতিবাদ করতে চাইলেও তার কণ্ঠরোধ করে পরিবার, পরিপাশ। ছয়ের দশকের শেষ থেকে 'দ্য ট্রাবল্স' নামক যে তিন দশক ব্যাপী অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিস্থিতি উত্তর

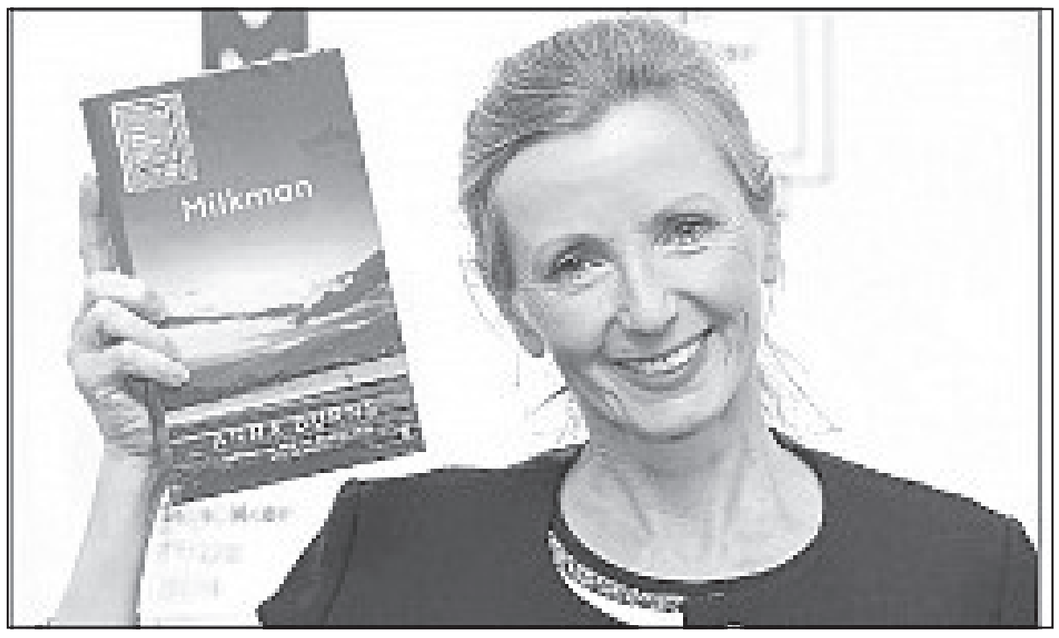

অ্যায়ারল্যান্ডে চলেছিল, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অ্যানার দ্বিতীয় উপন্যাস লিট্ল কনস্ট্রাকশন এ বিশদে ধরা আছে। ভিন্ন প্রক্ষিতেও সপ্রতিভ অ্যানা এই আখ্যানে চেষ্ট করেছেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নারীর প্রান্তিক স্বর যানেত পাঠক শুনতে পায়। এই বইয়ে তুল্যমূল্য উদ্‌যাপিত কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র---তিতিক্ষাহীন এক তরুণী, যার প্রতীকী বাজখাই স্বর অবদমিত নারীর স্বরকে পুরষতন্ত্রের সমূহ অ্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রায় ধর্ষণের শিকার মিড্ল সিস্টার সুবিচারের আশায় আকশপাতাল এক করে ফেললেও তার কথা কেউ শোনেনি। উল্টে তাকেই দোষ দিয়েছে তার মা, বাবা, প্রতিবেশী। পরাস্ত নায়িকার না শোনা কান্নার জলছাপে স্নান হয়ে গিয়েছে শিশ্নগৌরব। নারীর শরীর মনের ক্ষত নিয়ে জান্তব বাক্যগুলি এগতে থাকে মন্থর সহিষ্ণুতায়।

ভাবতে অবাক লাগে, 'বুকার' জেতার পরে খ্যাতির শীর্ষে থাকা অ্যানা বলেন তিনি আর কখনও লিখবেন না। কারণ জানতে চাইলে জানান, তিনি বিশ্বাস করেন, একটি উপন্যাস লিখতে গেল ঔপন্যাসিকের মধ্যে চলে নিরন্তর স্নায়ুযুদ্ধ। স্নায়ু ক্ষয় করে লেখেন বলেই তো অ্যানার চরিত্রদের 'মজ্জার ভেতর এক আগুপিছু'। 'মিল্কন্যান' উপন্যাসেই যেমন 'মিড্ল সিস্টার ' চরিত্রটি। পুরুষতন্দ্রের অন্যায় অনুশাসের তার স্নায়ু মজ্জা সারাক্ষণ এতটাই ত্রস্ত হয়ে থাকে যে বেশিক্ষণের জন্য অবিচলভাবে সে বসে থাকতেও পারে না। তাই বই পড়েতে খুব ভালবাসলেও সে পড়ার সময়েও হাঁটতে থাকে। কখনও সে হাঁটে প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিজ'-এর মলাটের ভিতরে মুখ গুঁজে কখনও বা চলতে চলতে পড়ে নেয় 'টু দ্য লাইটহাউস' বা 'অরল্যান্ডো'।

খ্যাতির শীর্ষে থাকতে থাকতেই কলম নামিয়ে রাখা আর -এর লেখক রমাপদ চৌধুরীর ভাষা ধার করে বললে—'সজাগ স্নায়ুর স্পর্ধা নিয়ে জেগে থাকা' লেখিকা অ্যানা বার্নস রাজনৈতিক কারণে দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত আয়ারল্যান্ডে বেড়ে উঠলেও তাঁর লেখার ভরকেন্দ্র সবসময়ই পরিবার ও প্রতিবেশ। বেলফাস্টের অদূরবর্তী শহরতলি আর্ড য়েনের একটি শ্রমজীবী পরিবারে বেড়ে ওঠার সুবাদে অ্যানার সুযোগ হয়েছে নিম্নবিত্ত গৃহস্থের মহিলাদের অসহায়তা কাছ থেকে চেনার ।খুব ছোটবেলা থেকেই অ্যানা বুঝেছেন, পুরুষতন্ত্র আর কিছু পারুক না পারুক তা সবসময়ই নারী জীবনের সমস্ত আস্ফালন উদ্‌গিরণকে মেপে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ওঁর এই আযৌবন উপলব্ধিই ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, 'মিল্কম্যান'-এর সেই 'প্রতীকী' অংশ, যেখানে আমরা দেখি স্কুলে বিকেলের ক্লাস চলাকালীন এক শিক্ষক ছাত্রীদের জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের মেঘে তারা কোন রং দেখছে জিজ্ঞেস করলে, প্রত্যেকেই বলে নীল চাড়া আর কোনও রং-ই তারা দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, তারা বইতে তখন অবধি এটাই পড়েছে যে আকাশে শুধু নীল রং থাকে। 'প্রতীকী' এই অংশে অ্যানা বঞ্চনার শিকার অ্যানা কার্যত অনাহারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়ে 'মিল্কম্যান' উপন্যাসটি লেখা শেষ করেন। আমরা ওঁর লেখা পড়ে এই সংগ্রামকে কুর্নিশ জানাতেই পারি, আর সেই সঙ্গে শানিয়ে নিতে পারি নিজেদের মেধা, মনন।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভ্যাকসিন স্বদেশিয়ানা

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

মুক্তি-র চেহারা কেমন? কেমন দেখতে মুক্তিকে? চোখ বুজে যদি 'মুক্তি' শব্দটা মনে করি, তাহলে মনের আয়নায় কোন ছবি ভেসে ওঠে? জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস'? 'বরফের মতো শাদা ডানা দু'টি আকাসের গায়/ ধবলে ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়' না কি একেবারে উল্টো রং? নিকষ বিদ্যুতের ঝলকের মতো দৌড়ে শেষের ফিতে বুকে কাটছেন উসেইন বোল্ট?

আমি কিন্তু মুক্তির আটপৌরে চেহারাটা দেখলাম দিন চারেক আগের এক সকালে। দরজার ফাঁক দিয়ে কার্পেটের উপর নিঃশব্দে আছড়ে পড়া ছাপানো চিঠির খামে। খুলে দেখলাম আমার কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার ডাক পড়েছে।

শুধু আমার একার নয়। ব্রিটেনে ১ লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন কোভি এবং কোভিড-সংক্রান্ত সমস্যায়। সেখানে মৃতের সংখ্যা এরকম আকাশ -ছোঁয়া , সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিরাট অংশের মানুষের ক্ষোভ, উষ্মা, অনুযোগ, অভিযোগের পাহাড় জমে উঠবে—আশ্চর্য কী?

জনরোষের সেই ধিকিধিকি জ্বলতে -থাকা চাপা আগুনটা আছেই, তা সত্ত্বেও কিন্তু একটি বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাফল্য স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রায় প্রত্যেক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যাস্ট্রোজেনেকা যে টিকা তৈরি করেছে সেটার গবেষণা এবং প্রাথমিক উৎপাদনের কাজটুক তো ব্রিটেনেই হয়েছে। তাছাড়াও মার্কিন সংস্থা ফাইজারের সঙ্গে জার্মান সংস্থা বায়োনটেকের তৈরি প্রতিষেধকটিরও তিন কোটি ডোজ অনেক আগে থেকে কিনে রেখেছিল গ্রেট ব্রিটেন। ফলে এদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা অপ্রতুল নয়। টিকাদান প্রকল্পটিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও নেই। পুরো প্রক্রিয়া সুচারুভাবে পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব এদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার এনএইচএসের হাতে। সে দায়িত্ব তারা পান করছে দক্ষতার সঙ্গে। এই পর্যন্ত গল্পটা ঠিকই ছিল। গোলামাল বাধল তারপর। প্রথমত দেখা গেল, ফাইজার-বায়োনটেকের প্রতিষেদকটি এদেশের বাইরে তৈরি হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যতটা তৎপরতার সঙ্গে ওষুধটির উপর সরকারি অনুমোদনের সিলমোহর বসিয়ে দিল, নামজানা বিশেষজ্ঞ ডক্টর অ্যান্থনি ফাউচি তো বলেই ফেললনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করা উচিত ছিল ভ্যাকসিন অনুমোদন করার আগে।

মতবিরোধের প্রথম তিরটি নিক্ষিপ্ত হল। শুরু হল অতিমারীর প্রতিষেধক নিয়ে অদ্ভুত চাপানউতোরের খেলা। কার্যত কিন্তু দেখা গেল, ফাইজারের ভ্যাকসিন নিয়ে সমস্যা নেই। ব্রিটেনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রে পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন—একে একে প্রত্যেকের অনুমোদন পেল ফাইজারের

ইউরোপের অন্য কোন ও দেশ তা করল না, বা করতে পারল না। সংক্রামক ব্যধির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভ্যাকসিন। কিন্তু করোনা প্রতিষেধক নিয়ে বিতর্ক থামল না। পল ইউলিয়ামস ডাক্তার। উত্তর পূর্ব ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্টকটন কেন্দ্র থেকে একসময় লেবার পার্টির হয়ে ভোটে জিতে পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন। এবছরের গোড়ার দিকে ডক্টর উইলিয়ামস বলেন, যে, তাঁর এলাকার অনেকে নাকি ফাইজারের প্রতিষেধক টিকা নিতে চাইছেন না। অপেক্ষা করছেন করে অক্সফোর্ড -অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকাটি পাওয়া যাবে। টুইটারের লেখেন ডক্টর উইলিয়ামস, 'কিছু মানুষ টিকা না নিয়ে বলছেন তাঁরা স্বদেশের (ইংলিশ) প্রতিষেধকটির জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। অতিমারীর আবহে এই ধরনের জাতীয়তাবাদের কিন্তু মূল্য চোকাতে হবে। বিচিত্র বিপন্ন এই আখ্যানটির পরের অধ্যায়টি লেখা হল জার্মানিতে। সেখানে দেখা গেল। ইংল্যান্ডের ঠিক উল্টো পরিস্থিতি। অনেকেই চাইছেন ফাইজার-বায়োনটেকের প্রতিষেধক। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার দিকা দিতে গেলে অনেকেই তা নিতে অস্বীকার করছেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জার্মান কর্তৃপক্ষের হাতে অক্সফোর্ড -অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনের চোদ্দো লক্ষ ডোক মজুত আছে। ব্যবহার করা গিয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডোজ। ব্যাপারটা এই পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেন্স স্পহান-কে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বলতে বয়েছে যে, ব্রিটেনে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং কার্যকর। বার্লিনের মেয়র মাইকেল মুলার ধমক দিয়েছেন, যে ডাক পড়লে ব্রিটেন থেকে আসা ভ্যাকসিন নিতে যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁদের নাম তালিকার একেবারে তলায় চলে যাবে। অন্য প্রত্যেকের টিকি পাওয়া হয়ে গেলে তবেই তাঁরা আবার ডাক পাবেন। তবু জায়গায়-জায়গায় এই অদ্ভুত দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। জক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের পেরিজিউ অঞ্চলের একটি হাসপাতালের কর্মীরা খোলা চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন, অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনের পরিবর্তে তাঁদের যেন মডার্না অথবা ফাইজার-বায়োনটেকের প্রতিষেধক দেওয়া হয়। তাঁদের বক্তব্য, সেই হাসপাতালের যেসব কর্মী অক্সফোর্ড ভ্যাকসিনটি নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কিছু কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছে। তাঁরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনটি পাচ্ছেন, ফাইজার-ববায়োনটেক পাচ্ছেন না। একথা জানতে পারার পর অস্ট্রিয়ার রাজধীনী ভিয়েনার একটি হাসপাতালে প্রায় পাঁচশো কর্মী প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিষেধক বিতর্কে প্রত্যেকেরই মতামত আছে। এবং প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে-যার মতো করে দুমড়ে-মুচড়ে নিজের মতামতের উপযোগী করে নিচ্ছেন। অথচ, মৃত্যুর মিছিল কিন্তু এখনও থামেনি। ব্রিটেনে ১ লক্ষ ২১ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন কোভিডে। এই লেখা যখন লিখছি, সেই সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোভিড সংক্রমণ এবং আনুষঙ্গিক কারণে মৃতের সংখ্যাট্যা ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। ইতালিতে ৯৬ হাজারের বেশি মানুষ। ফ্রান্সে ৮৫ হাজার, স্পেনে ৬৮ হাজারের বেশি। কিন্তু এরপরেও ভ্যাকসিন স্বদেশিয়ানা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেচনাহীন ও ব্যাখ্যাতীত নিষ্ঠুর হাসি হাসছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এআইএসএ এর কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

জনসভায় বহিরাগতর সংজ্ঞা নিয়ে মোদীর পালটা দিলেন মমতা

বিষ্ণুপুর, ২৪ মার্চ (হি. স.) : বহিরাগতর সংজ্ঞা নিয়ে বুধবার একপ্রস্থ যুক্তির লড়াই হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে। এই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই প্রধানমন্ত্রী এত মিথ্যেবাদী, ভাবা যায় না। "ফের বিজেপিকে চোরের দল বলে কটাক্ষ করেন মমতা।

কাঁথির সভা থেকে বহিরাগত ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সভা থেকে মোদীকে পালটা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বুঝিয়ে দিলেন নিজের অবস্থানে অনড় তিনি।

একুশের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে নিয়মিত বাংলায় আসছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। আর বারবার তাঁদের বহিরাগত বলে কটাক্ষ করছেন তৃণমূল নেত্রী। কাঁথির সভা থেকে বুধবার তার পালটা দিয়ে মোদী বলেন, "কোনও ভারতবাসীই এই রাজ্যে বহিরাগত নন।'' বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের সভা থেকে মোদীর মন্তব্যের জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যাঁরা বাংলার বাসিন্দা নন, তাঁরাই বহিরাগত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''যাঁরা বাংলায় থাকেন, তিনি রাজস্থানী, গুজরাটি বা যাই হোন না কেন, তাকে আমরা বহিরাগত বলি না। উত্তরপ্রদেশ থেকে যে গুন্ডাদের পাঠানো হচ্ছে গেরুয়া পোশাক পরিয়ে তাঁদের বহিরাগত বলি।'' এদিনের সভা থেকে গ্যাসের দাম-সহ কেন্দ্রের একাধিক নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়ান মমতা। তুলোধনা করেন অধিকারী পরিবার-সহ বাকি দলত্যাগীদের। বলেন, "কেউ কেউ অনেক টাকা করেছে। গদ্দাররা সেই কারণে ভয়ে বিজেপির কাছে গিয়েছে।"

বিষ্ণুপুরের সভা থেকে মোদীকে ফের মিথ্যেবাদী বলে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রী এত মিথ্যেবাদী, ভাবা যায় না। গোটা দেশ টাকে বেচে দিচ্ছে।'' এদিন ফের বিজেপিকে চোরের দল বলে কটাক্ষ করেন তিনি। উল্লেখ্য, শিয়রে ভোট। জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। কার্যত প্রতিদিনই তিনটি করে সভা করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা নন্দীগ্রামের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইভাবে নিয়মিত বাংলায় সভা করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আত্মাভিমানী মানুষ জবাব দেবেই : মোদী

কাঁথি, ২৪ মার্চ (হি.স.): নন্দীগ্রামে এবার তিনি প্রার্থী, নন্দীগ্রামেই নির্বাচনী প্রচারের সময় আঘাত পেয়েছিলেন পায়ে। তারপর থেকেই হুইল চেয়ারে বসে নির্বাচনী প্রচার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নন্দীগ্রাম আবেগকেই পাল্টা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কাঁথির জনসভা থেকে মমতাকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নন্দীগ্রাম আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে। সেই নন্দীগ্রামের মানুষকেই অপমান করছেন মমতা, আত্মাভিমানী মানুষ জবাব দেবেই। বুধবার কাঁথি রেলস্টেশনের প্রভৃতি মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'বিজেপি-র একটাই মন্ত্র, গরিবের রোজগার, গরিবের বাড়ি, গরিবের সম্মান। দিদি, বাংলার মানুষ আপনার খেলা বুঝে গিয়েছেন। আপনারা দেখেছেন, নন্দীগ্রামের বদনাম করার জন্য একটার পর একটা মিথ্যে কথা বলে চলেছেন দিদি। নন্দীগ্রাম আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে।

ঐতিহ্যের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে ভাষা-নির্দেশিকা নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : ১৪৫ বছরের প্রাচীন বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রে ভাষা-নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে।

যাদবপুরের 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স''-এ পাঠানো এই নির্দেশিকা ঘিরে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। প্রতিষ্ঠানের নব্বই শতাংশ পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বাঙালি। অথচ সেখানেই জারি হয়েছে এমনই এক নির্দেশিকা যা বাঙালির পক্ষে মুখ বুজে হজম করা কার্যত অসম্ভব। বলা হয়েছে, ওই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চান্ন শতাংশের চিঠি লিখতে হবে হিন্দিতে। সেই সব চিঠির উত্তরও দিতে হবে হিন্দিতে লিখেই। একই সঙ্গে ফাইলে নোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও তেত্রিশ শতাংশ ক্ষেত্রে লিখতে হবে হিন্দিতে। ফাইলের নামও আগে হিন্দিতে লিখতে হবে তারপরে ইংরেজিতে। সেই সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস বুকও লিখতে হবে হিন্দিতে। আর এইসব নির্দেশিকা ঘিরেই এখন জোর কোন্দল বেঁধেছে ভোট বাংলায়।

১৮৭৬ সালেই এই প্রতিষ্ঠার পরিচালনার জন্য একটি বলিষ্ঠ পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ দেশ হিতৈষীরা। এছাড়া নিয়মিত পরামর্শ দিতেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা পদ চালু করা হলে প্রথম অধিকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়। তার পর পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব নেন চিকিৎসক নীলরতন সরকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠাত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক গবেষণা কাজ শুরু হয় ১৯০৭ সালের দিকে। এই বছরই স্বল্প বয়স্ক বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার অবসরে তিনি এখানে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যেতেন। এখানে গবেষণা করেই ১৯২৮ সালে তিনি রমন ক্রিয়া আবিষ্কার করেন যা তাকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত রমন এখানে কর্মরত ছিলেন। এ বছর কলকাতা ছেড়ে তিনি বেঙ্গালুরু চলে যান। এছাড়া ১৯২৮ সালের নোবেল বিজয়ী জ্যোতি- পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন জানার আগ্রহে।

কেন্দ্রীয় এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পূর্বাশা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক থেকে একটি নির্দেশিকার ভিত্তিতে হিন্দি ব্যবহারের নির্দেশিকা জারি করেছেন। এর কারন হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সরকারি ভাষা দফতর খতিয়ে দেখেছে যে হিন্দি ভাষার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানেও। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করতে আসবেন কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উচ্চ আধিকারিকেরা। সেই সময় তাঁরা দেখতে চান এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দি ভাষার ব্যবহার কতখানি হচ্ছে। তখন যাতে এই প্রতিষ্ঠানকে কোনও অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে না হয় তার জন্য এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোদী সরকার দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আরোপের অভিযোগে সরব হয়েছে একাধিক অহিন্দি ভাষী রাজ্য। সম্প্রতি নোয়াপাড়া দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে বাংলার থেকে বড় করে হিন্দিতে স্টেশনের নাম লেখা হয়। তা নিয়েও বিতর্ক দানা বাঁধে। পরে সেই বোর্ড বদলে দেয় রেল। এখন বিতর্কের কেন্দ্রে এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রের এই নির্দেশিকাকে ''ভাষা সন্ত্রাস'' হিসাবেই দেখছেন বাংলার বিদ্বজন মহল। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রের ক্ষমতায় বলীয়ান বিজেপি ও সঙ্ঘ কার্যত গোটা দেশে জোর করে হিন্দিকে চাপিয়ে দিতে চাইছে। সেই কারনেই নানান সমইয়ে নানান কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় গোটা ঘটনাটিকে যেমন ''ভাষা সন্ত্রাস'' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তেমনি এটাও জানিয়েছেন, ''এভাবে এখানে হিন্দিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া খুব অন্যায়।'' আবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন সাংসদ সুগত বসু জানিয়েছেন, ''এমন নির্দেশিকা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অন্ত্রায় ও বাংলা তথা বাঙালির পক্ষে খুবই অবমানকর ও মর্যাদাহানিকর। এই হিন্দু-হিন্দি-হিন্দিস্থান চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সবাইকে।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নির্বাচনি হিংসায় জড়িত অভিযোগে বাজারিছড়ায় আটক ছয়, প্রতিবাদে থানা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ বিজেপি যুবমোর্চার

বাজারিছড়া (অসম), ২৪ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দিতে নির্বাচনি হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে আজ বুধবার লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডলের ছয় বিজেপি যুব মোর্চার সদস্য কে আটক করে থানায় নিয়ে আসে বাজারিছড়া পুলিশ। আটকরা যথাক্রমে আনন্দকুমার পাসি, বিপ্লব দেব, শংকর কানু, বিজিৎ গোয়ালা, নকুল গোড় এবং প্রণব রায়চৌধুরী। পরে বিষয়টি জানতে পেরে দলে দলে যুব ব্রিগেডের সদস্যররা থানা প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে নানা স্লোগানে মুখরিত কর তুলেন থানা চত্বর। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই পাথারকান্দিতে হিংসা বিদ্বেষ ও মারপিটের ঘটনা সংগঠিত করছে কংগ্রেস। অথচ তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

এদিকে এই খবর পেয়ে গ্রেফতার যুব মোর্চার সদস্যাদের পাশে দাঁড়ান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ বিজেপির হৃষিকেশ নন্দি, পান্না গোপ, নমিতা চাষা, মাণিক্যি সিনহা, শান্তিলাল সিনহা, শ্যা ম আঁকুড়া, গোলাপচাঁদ কানু, রামসকল কৈরি, অমিতাভ দে, সুচরিত পাল প্রমুখ। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে ওসি মনুরঞ্জন সিনহার সাথে কথা বললে শর্ত সাপেক্ষে পুলিশ ধৃতদের মুক্ত করে দেয়। বিষয়টি নিয়ে নিজ প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির হৃষিকেশ নন্দি ও নমিতা চাষা বলেন, কংগ্রেসের পায়ের তলায় বর্তমানে মাটি নেই বলে এরা তিলকে তাল করে নির্বাচনি হিংসা ছড়াতে চাইছে। তারা নিজেরা এ-সব কাণ্ড ঘটিয়ে নিজেদের লজ্জা ঢাকতে রাজ্যল নির্বাচনি সেলে মিথ্যা নালিশ করছে। তাদের নাটক জনগণ বুঝে গেছেন। প্রসঙ্গত, গত রবিবার পৃথক পৃথক দুটি ঘটনায় পাথারকান্দির কাবাড়িবন্দ ও বৈঠাখালে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে দুটি নির্বাচনি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি দুটি দলের একাংশ কর্মীর মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। ফলে পৃথক পৃথক ভাবে দুই দলের পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দাখিল হয়েছিল। ওই এজাহারের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশি ধরপাকড় শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

কেরলকে দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছে এলডিএএফ ও ইউডিএফ : অমিত শাহ

কাঞ্জিরাপল্লী, ২৪ মার্চ (হি.স.): কেরলকে দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছে এলডিএএফ ও ইউডিএফ সরকার। কেরলে পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে, এলডিএফ ও উইডিএফ কেরলের ভালো করতে পারবে না, এই কারণে ই শ্রীধরণের মতো বর্ষীয়ান আমলা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বুধবার কেরলের কাঞ্জিরাপল্লীর জনসভায় এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কাঞ্জিরাপল্লীর জনসভায় এলডিএএফ ও ইউডিএফ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'কেরলকে দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছে এলডিএএফ ও ইউডিএফ সরকার। যখন ইউডিএফ ক্ষমতায় এসেছিল, তখন সোলার লাইট দুর্নীতি হয়েছিল এবং এলডিএফ শাসনকালে, সোনা কেলেঙ্কারি। কেরলে এবার পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে।' পিনারাই বিজয়ন সরকারকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'কেরলে দু''বার বন্যা হয়েছে, ৫০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বামেদের সরকার আমাদের সেনাবাহিনীকে অনেক দেরিতে ডেকেছিল। কেরলের মানুষের জীবন নিয়ে তাঁরা কোনও চিন্তাই করে না।' এদিনের জনসভা থেকে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে সাতটি প্রশ্ন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'বিজয়নজির জন্য আমার সাতটি প্রশ্ন রয়েছে- সোনা দুর্নীতির কাজে অভিযুক্ত কী আপনার অফিসে কাজ করেছে? আপনার সরকার কী অভিযুক্তকে মাসে ৩ লক্ষ টাকা করে দিয়েছে? এই সমস্ত অভিযুক্তদের সাহায্য করার জন্য আপনার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কী ফোন করেছিলেন? প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং রাজ্যের তহবিলে কী অভিযুক্ত মহিলা বিদেশে গিয়েছিলেন? মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তিনি মাঝেমধ্যেই আসতেন? বিমানবন্দরে সোনা উদ্ধারের পর আপনি কী কাস্টমস অফিসের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন? ইডি অথবা কাস্টমস অফিসারদের উপর হামলার কী সঠিক তদন্ত হয়েছে? প্রসঙ্গত, কাঞ্জিরাপল্লীর জনসভায় যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে এদিন থ্রিপ্পুনিথুরাতে রোড শো করেন অমিত শাহ।' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'আমার বিশ্বাস নির্বাচনে ভালো ফল করবে বিজেপি। কংগ্রেস পার্টি এবং তাঁদের নেতৃত্ব বিভ্রান্ত।'

গুমনামি'র পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ চন্দ্র কুমার বসু চিঠি দেবেন প্রধানমন্ত্রীকে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে সেরা বাংলা ছবির সম্মান পেয়েছে 'গুমনামী'। বুধবার এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানান বসু পরিবারের সদস্য তথা বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সহ সভাপতি চন্দ্রকুমার বসু।

সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ২০১৯ সালের এই ছবিতে নেতাজির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন টলিউডের নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বুধবার চন্দ্রবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমার ক্ষোভের কারণ, ছবিতে গুমনামী বাবার সঙ্গে নানাভাবে নেতাজির সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। ছবি তৈরির সময়েই আমি পরিচালকের কাছে আমার আপত্তির কথা জানিয়েছিলাম। নেতাজির আবেগকে নিয়ে এভাবে ব্যবসা করা অন্যায় এবং অনুচিত।"

গুমনামি বাবা''কে নেতাজি হিসাবে তুলে ধরার একটি "অশুভ প্রচার" চালাচ্ছে একাংশ, এমনই অভিযোগ তুলেছিল সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবার। ২০১৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি চন্দ্র কুমার বসু বলেন, গুমনামি বাবাকে কোনও ছবি অথবা তথ্য প্রমাণ ছাড়া সুভাষ চন্দ্র বসুর ছদ্মবেশ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টার অভিযোগ চলছে। একে ''ফৌজদারী অপরাধ'' হিসাবে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ধরণের মিথ্যা প্রচার যারা চালাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করার এবং এ বিষয়ে আইবি রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি জানান তাঁরা।

বুধবার চন্দ্রবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমার প্রশ্ন, নেতাজির বিভিন্ন দিকের ওপর যদি পরিচালক সত্যিই আলোকপাত করতে চাইতেন, কেন শৌলমারি, রুশ অধ্যায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো বাদ দিলেন? আমি পরিচালককে বলেছিলাম, আপনি দক্ষ শিল্পী। আইএনএ-র ওপর একটা ঐতিহাসিক ছবি করুন। পরিচালক বলছেন, তিনি একটি বিশেষ বইয়ের ওপর ছবিটি করেছেন। কিন্তু উনি 'গুমনামি'-তে আইএনএ-র পোষাক ব্যবহার করেছেন। নেতাজির কোনও ঠাট্টা করা যায় না।"শরৎ বসুর দুই নাতি চন্দ্র কুমার ঘোষ এবং অভিজিৎ রায়ের ব্যবস্থাপনায় তৈরি হয়েছে 'দি ওপেন প্লাটফর্ম ফর নেতাজি'। চন্দ্রবাবু এই প্রতিবেদককে বুধফার জানান, "এর সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০০। আলোচনার পর এই সংগঠনের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'গুমনামী'-র সঙ্গে নেতাজিকে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টার প্রতিবাদ করব। বহু দর্শক নেতাজিকে খোঁজার চেষ্টার গুমনামী দেখতে গিয়েছেন। কিন্তু নেতাজির আত্মার সঙ্গে বাক্যালাপ, যৌন দৃষ্টিকোণ সব মিলিয়ে একটা আজগুবি ব্যাপার হয়েছে। সৃজিত, বুম্বা এঁদের কারও ওপর আমার রাগ নেই। কিন্তু নেতাজির ছায়ায় কিছু করার অপচেষ্টা বাঙালি আবেগ মেনে নেবে না।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আরএসএস-এর বরিষ্ঠ প্রচারক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব গৌরীশংকর চক্রবর্তীর জীবনাবসান

গুয়াহাটি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক গৌরীশংকর চক্রবর্তীর দেহাবসান ঘটেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তবে দুরারোগ্য ব্যাধিকে পরাস্ত করে তিনি সংঘের দায়িত্ব আমৃত্যু নিষ্ঠা সহকারে পালন করে গেছেন। গত বছরের আগস্টে ডিব্রুগড় গিয়ে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে কোভিডকেও জয় করে ফের সংঘ তথা সমাজের কাজ করে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। আজ বুধবার সকাল ৬:০০ মিনিটে দিল্লির ৪-সি ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, নর্থ এক্সটেনশনে অবস্থিত এমডি সিটি হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বরিষ্ঠ প্রচারক চক্রবর্তী।

এদিকে সকলের প্রিয় গৌরীদার আকস্মিক প্রয়াণে সংঘ এবং তাঁর পরিচিত মহলে ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখ বহুজন। গৌরীদার নশ্বর দেহ আগামীকাল তাঁর গৃহজেলা কাছাড়ের সদর শহর শিলচর নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে তাঁর পৈত্রিক আবাস জালালপুরে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পাঁচ ভাই, ভ্রাতৃবধূ, নাতি-নাতিনি সহ সংঘের অসংখ্য গুণমুগ্ধদের।

জালালপুরের অতি জনপ্রিয় চিকিৎসক ডা. খগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর (প্রয়াত) চতুর্থ সন্তান ছিলেন গৌরীশংকর। জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সালের ৩০ নভেম্বর। তাঁর বড়ভাই শিবশংকর চক্রবর্তীও ছিলেন একজন প্রচারক এবং অবশ্যই খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক। এমবিবিএস শিবশংকর চক্রবর্তী তদানীন্তন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা অধুনা ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দায়িত্বে থেকে উপজাতিদের মধ্যে আজীবন চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গেছেন। তিনি গত প্রায় তিন দশক আগে প্রয়াত হয়েছেন।

অত্যন্ত মেধাবী ও বোদ্ধা গৌরীশংকর চক্রবর্তী শৈশব থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। নিয়মিত শাখায় যাতায়াত তাঁর বিদ্যালয় জীবন থেকে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি গোটা রাজ্যের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করেন। পরবর্তীতে গুয়াহাটি এসে কটন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান শাখায় ভরতি হয়ে প্রথম বিভাগে খ্যাতির সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। চলে যান দিল্লি। দিল্লি গিয়ে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে খ্যাতির সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হয় গৌরীশংকর। পঠন-পাঠনে অত্যন্ত একাগ্রতা থাকায় এর পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও দুরারোগ্য এই ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেন। তার পর ২০১৮ সালে মেরুদণ্ডের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। দিল্লির হাসপাতালে মেরুদণ্ডে অপারেশন করে সুস্থ হয়ে উঠেন। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে শারীরিক কিছু অসুস্থতার জন্য তাঁকে দিল্লির এমডি সিটি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকালে ইহধামের মায়া কাটিয়ে বৈকুণ্ঠধামে চলে যান সকলের প্রিয় গৌরীদা।

সংঘের টানে দিল্লিতে অবস্থানকালে ১৯৭৩ সালে প্রচারক হয়ে বেরিয়ে পড়েন গৌরীশংকর চক্রবর্তী। সে থেকে তাঁর প্রচারকজীবন শুরু। দিল্লিতে পাঁচ বছর প্রচারকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। পরবর্তীতে জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৮ সালে তাঁকে পাঠানো হয় গুয়াহাটি মহানগর প্রচারকের দায়িত্ব দিয়ে। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত একই দায়িত্ব পালনের পর ওই সালেই তাঁকে পাঠানো হয় ডিব্রুগড়ে, বিভাগ প্রচারক হিসেবে। ১৯৮৩ থেকে ১০৯১ সাল পর্যন্ত ডিব্রুগড়ে ছিলেন। ১৯৯১ সালে শিলচর সম্ভাগ প্রচারক করে তাঁকে পাঠানো হয়। ১৯৯৪ সালে দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচারকের। ওই দায়িত্বে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ছিলেন ক্ষেত্র শারীরিক প্রমুখ হিসেবে। এর পর ২০১২ সালে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সহ-ক্ষেত্র (উত্তর-পূর্বাঞ্চল) প্রচারকের। প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও দৃঢ়চেতা গৌরীশংকর তাঁর দায়িত্ব পালনে কোনওদিন কিঞ্চিৎমাত্র অবহেলা করেননি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে সহ-ক্ষেত্র প্রচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়। মৃত্যুকালে এই দায়িত্বও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

প্রয়াত গৌরীশংকর চক্রবর্তী রাষ্ট্রবাদ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এছাড়া ইংরেজি, হিন্দি অসংখ্য গ্রন্থ তিনি অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন। মৃত্যু শয্যায় যাওয়ার প্রায় পনেরো দিন আগে পর্যন্ত অনুবাদ ও বিভিন্ন গ্রন্থের প্রুফ দেখে প্রচণ্ড মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন প্রয়াত গৌরীশংকর চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গৌরীশংকর চক্রবর্তী একজন ভালো বংশী ও বিউগল-বাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন উঁচুমানের দণ্ডযোদ্ধাও। সংঘের নানা শিবিরে তাঁকে স্বয়ংসেবকদের দণ্ড শিক্ষার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হত।

বিজিপির নির্বাচনি ইস্তাহারে কাছাড় কাগজকল ও কর্মচারীদের প্রসঙ্গে কোনও প্রতিশ্রুতি নেই

তীব্র প্রতিক্রিয়া বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : গতকাল মঙ্গলবার অসম প্রদেশ বিজেপির সংকল্পপত্র শীর্ষক ইস্তাহারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ সহ জাগিরোড কাগজকল পুনরায় চালু করা ও কর্মচারীদের বকেয়া, ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আশ্চর্যজনক ভাবে বরাক উপত্যকার একমাত্র বৃহৎ শিল্প কাছাড় কাগজকলের কোনও উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।

বিডিএফ-এর অস্থায়ী কার্যালয়ে আহূত এক জরুরি সভায় এ ব্যাপারে দলের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, এ ধরনের নির্লজ্জ ব্যবহার এই উপত্যাকার নাগরিকদের স্বাভিমানকে আহত করেছে। তিনি বলেন, এটি একদিকে যেমন বরাক উপত্যকার প্রতি অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদে পুষ্ট বিজেপির চরম বৈষম্যের নিদর্শন, একই সঙ্গে এই পদক্ষেপ সরাসরি দুই উপত্যাকার মধ্যে বিভেদ তৈরি করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। তিনি আরও বলেন, কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বরাকে এসে ভাষণ দিয়েছেন, বিস্ময়করভাবে তখন কাছাড় কাগজ কল নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। প্রদীপ বলেন, যেহেতু এই নির্বাচনি ইস্তাহার তাঁর অজ্ঞাতে হয়নি তার মানে এটা স্পষ্ট যে তিনি জেনেশুনেই কাছাড় কাগজকলের ব্যাপারে নীরব ছিলেন। অর্থাৎ এই মিলের মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে পাকা।

বিডিএফ-এর আহ্বায়ক পার্থ দাস ও জওহর তারণ বলেন, ভোটের মাত্র নয়দিন আগে বিজেপির এই নির্বাচনি ইস্তাহার বরাক উপত্যকার প্রতি চরম অবহেলা ও বৈষম্যের নিদর্শন। তাঁরা বলেন, কাছাড় কাগজকলের শ্রমিক কর্মচারীদের নায্য পাওনা মিটিয়ে দিতেও যে এই সরকারের কোনও আগ্রহ নেই তা এই ইস্তাহার থেকে পরিষ্কার।

ফ্রন্টের যুবশাখার আহ্বায়ক কল্পার্নব গুপ্ত বলেন, যদি বিজেপির বরাকের নেতা মন্ত্রীদের সামান্যতম লজ্জাবোধ এবং স্বজাতির প্রতি টান থেকে থাকে তবে তাঁরা আগামীকাল থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যৌথভাবে রুখে দাঁড়াবেন বলে আশা করি। কারণ তাঁদের জাতির স্বার্থে এটা বোঝা দরকার যে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ হাতে হাত মিলিয়ে বরাক তথা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চরম ক্ষতি করছে এবং বিভাজন সৃষ্টি করে নিজেদের লাভ ওঠাতে চাইছে।

দলের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় বলেন, সর্বানন্দ সনোয়ালের মুখনিঃসৃত ''বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয়''-এর সেতু এবার কিন্তু মুখ থুবড়ে ভেঙে পড়েছে জনতার পায়ের তলায়। তিনি বরাকবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁদের বোধোদয়ে যাতে আর দেরি না হয়। অনেক ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আর নয়। এবার জেগে ওঠা এবং রুখে দাঁড়ানোর সময় সমাগত। তিনি ব্যালটের মাধ্যমে বরাকের সবাইকে সময়োচিত সচেতন রায় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গরমে ব্যবহার করুন স্টাইলিশ টুপি, মাথা থাকবে ঠাণ্ডা

শুরু হয়েছে সূর্যের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং। চড়া হারে রোদ উঠছে প্রতিদিন। সবে চৈত্রের শুরু। এখনই রাস্তায় বেরোতে গেলে দু'বার ভাবতে হচ্ছে মানুষকে। প্রখর তাপে একেবারে মাথা ধরিয়ে দেওয়ার জোগাড়! এমতাবস্থায় এই সূর্যের প্রচন্ড তাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনার অস্ত্র হতে পারে টুপি।

টুপি পড়ার একটা সুবিধা হল এতে সরাসরি আপনার মাথায় রোদ লাগে না। এছাড়া টুপির সামনের অংশটা সামনের দিকে একটু লম্বাটে থাকায় তা রোদের হাত থেকে চোখকে আড়াল করে। ফলে চোখে সরাসরি রোদ পড়ে না।

তবে যেমন তেমন একটা টুপি কিনে নিলে তো আর চলে না। তার সঙ্গে আপনার লুকের একটা সামঞ্জস্য তো থাকা চাই। তাই এখানে আপনি পেয়ে যাবেন একাধিক টুপির সম্ভার। সম্ভায় ই-কমার্স সাইট থেকে এই টুপি কিনতে এক ক্লিক করুন। আর আপনার বাড়ি এসে যাবে টুপি।

সানগ্লাস কিনবেন? এখানে দেখুন — রোদের হাত থেকে চোখকে বাঁচান, পরুন সানগ্লাস

নানান ধরণের টুপির দেখা মেলে। কোনওটার নাম বেসবল ক্যাপ। কোনওটা আবার সাহেবি কায়দার হ্যাট। এছাড়া বেসবল ক্যাপের ধরণেই দেখা যায় একরকমের জালিকা টুপি। এর ফলে ঘাম মাথায় বসতে পারে না। এছাড়া আধুনিককালের বেশ কিছু টুপি ডিজাইন করা হয় সূর্যের ইউভি রে'র কথা মাথায় রেখেই। এছাড়া টুপি কেনার সময় যদি আপনি সুতির টুপি কিনতে পারেন তাহলে আপনার গরম কম লাগবে। সাদা রং-এর টুপি বেছে নিতে পারেন। এতেও গরম কম লাগে। এছাড়া বেশ কিছু টুপি ঘাম শোষণ করে নিতে পারে। এর ফলে আপনার মাথা থাকে শুকনো, আপনিও রোদের হাত থেকে নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারেন।

তবে শুধু ছেলে না, টুপি কিন্তু পড়তে পারেন মেয়েরাও। সেখানে আবার রয়েছে অনেক ধরণের ডিজাইন। ছেলেরা কিন্তু প্রিয় বান্ধবীকে একটা হ্যাট গিফট করতে পারেন, বেশ নতুন ধরনের ব্যাপার আর কি! তাহলে অর্ডার করুন।

গরমেও থাকুন প্রাণবন্ত পরুন সুতির পোশাক

গরম পড়তে না পড়তেই ফের সেই চেনা ছবি। গলদঘর্ম দশা দুয়ারে কড়া নাড়ছে। তাই এই গরমে ফিট থাকতে আপনার পোশাকের দিকে খেয়াল রাখাটা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। শুধু আপনি নিজেই নন, পরিবারের অন্যদেরও এই গরমে হালকা পোশাক পরতে পরামর্শ দিন। পরুন সুতির নরম পোশাক। মেজাজ থাকবে ফুরফুরে, আপনি থাকবেন প্রাণবন্ত।

বসন্ত শেষেই ফের সেই গ্রীষ্মের দাবদাহ পরিস্থিতি দুয়ারে কড়া নাড়ছে। গরমকালে শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণেই অনেকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে নিদারুণ কষ্টে ভোগেন। কোন পোশাকে আপনি সুস্থ থাকবেন তা আগে জেনে নিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সূর্যের প্রখর দাবদাহ থেকে বাঁচতে গরমকালে প্রত্যেকে সুতির হালকা পোশাক পরে বাইরে বেরোন। আজকাল অনলাইনে আধুনিক ডিজাইনের নজরকাড়া সুতির পোশাকের সম্ভার নিয়ে হাজির একাধিক সংস্থা। তেমনই কোনও পোশাক বেছে নিন আপনার জন্য। বাড়ির অন্যদের জন্যও পছন্দর করে নিন এমনই কিছু পোশাক। যা গোটা গরমকালটা আপনাকে ফিট থাকতে সাহায্য করবে।

বেরোতেই হয়। বছরের অন্য সময়ের চেয়ে গরমে নাজেহাল পরিস্থিতি হয় প্রত্যেকের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হালকা রঙের সুতির পোশাক গরমকালে আপনাকে একটু হলেও স্বস্তি দিতে পারে। আপনি যদি কোনও কর্পোরেট অফিসে চাকরি করে থাকেন, তবে আপনার জন্যও রয়েছে সুতির হাজারও শার্ট-কুর্তা। ছেলেদের জন্য এক রঙের বা নিত্যনতুন ডিজাইনের সুতির জামা-টি শার্ট তো আছেই এরই পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও একাধিক সংস্থা আকর্ষণীয় সুতির পোশাকের সম্ভার নিয়ে হাজির অনলাইন সাইটগুলিতে।

সুতির এই পোশাকগুলির দামও আপনার নাগালের মধ্যেই। কোনও কোনও সংস্থা আবার একের বেশি সুতির পোশাকে ডিসকাউন্ট-সহ আকর্ষণীয় নানা অফার দিচ্ছে। এছাড়াও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটায় মিলছে বাড়তি ছাড়। তবে আর দেরি কেন? আজই নিজের ও পরিবারের বাকিদের জন্য কিনে ফেলুন সুতির হালকা পোশাক। ছোট থেকে বড় সবার জন্যই মনমাতানো হরেক ডিজাইনের সুতির পোশাকের পশরা নিয়ে অনলাইন সাইটগুলিতে অফারের ডালি নিয়ে তৈরি নামী-দামী বহু সংস্থা। শুধু আপনার পছন্দের পোশাকটি বেছে নিলেই হলো।

নিমেষে মিটবে পায়ের ব্যথা নরম সোলের জুতো পরুন

পায়ের ব্যথায় অধিকাংশ সময়েই তীব্র আকার নেয়। বিশেষত পায়ের গোড়ালির ব্যথায় অনেকেই চলাফেরা করতেও সমস্যায় পড়েন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পায়ের গোড়ালির নীচের অংশের ব্যথার অন্যতম কারণ হল জুতোর ব্যবহার। অনেকেই শক্ত সোলের জুতো পরে যাতায়াত করেন। সেই কারণেই অনেকেই ভোগেন এই সমস্যায়। তাই পায়ের আরামে নরম সোলের জুতো পরে চলা-ফেরা করা অভ্যাস করে ফেলুন। নিজের ও বাড়ির প্রত্যেকের জন্যই আজই কিনে ফেলুন নরম সোলের জুতো।

শুধুমাত্র অজ্ঞানতার কারণেই অনেকে শারীরিক নানা সমস্যায় ভোগেন। রুজি-রোজগারের

টানে প্রত্যেককেই নানা কাজ করতে হয়। কেউ যান অফিস-কাছারিতে কেউ বা অন্য কাজে। এখনও একটা বড় অংশের মানুষ নিজেদের জুতোর দিকে খেয়াল রাখেন না। সেই কারণেই নিজেদের অজান্তেই বয়ে আনেন সমস্যা। পায়ের ব্যথায় কাবু হন অনেকে। গোড়ালির নীচের অংশের যন্ত্রণা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। ওষুধ-ফিজিওথেরাপিতেও মেলে না সুরাহা। আমাদের শরীরের গোটা ভারটাই পায়ে এসে পড়ে। তাই শক্ত সোলের জুতো পরে চলাফেরা করলে পায়ের নীচের অংশে অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

পায়ের নীচের অংশ গোটা শরীরের ভার নেয়। তাই শক্ত সোলের জুতো পরলে পায়ের একেবারে নীচের অংশে চাপ পড়ে। প্রতিদিন একইভাবে এই চাপ পড়তে থাকলে ব্যথা বাড়তে থাকে। ক্রমেই সেই ব্যথা পায়ের নীচের অংশ থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। তাই পাকে সুরক্ষিত রাখতে ও গোড়ালির ব্যথার হাত থেকে মুক্ত থাকতে আজই নরম জুতো পরা অভ্যাস করে ফেলুন। নিজে তো বটেই পরিবারের প্রত্যেকের জন্য কিনে ফেলুন ননরম সোলের জুতো। আজকাল অনলাইনে একাধিক সংস্থা নরম সোলের জুতো বিক্রি করছে। কেমনই একটি বেছে নিন আপনার জন্য। আপনার বাজেট অনুযায়ী হরেক ডিজাইনের জুতো অনলাইন সংস্থাগুলিতে পেয়ে যাবেন। কোয়ালিটি দেখে নানা ব্র্যান্ডের জুতো আপনি কিনতে পারেন। এখন বহু সংস্থা অনলাইনে জুতো কেনার উপর দারুণ ছাড় দিচ্ছে। তাই আর দেরি নয়। আজই আপনি নিজে ও পরিবারের বাকিদের জন্য কিনে ফেলুন নরম সোলের জুতো।

চুলের রুক্ষতা আটকাতে আজই কিনুন এটি

চুল পড়ার ও চুল নষ্ট হওয়ার সমস্যায় আমরা সকলেই ভুগি। অনেক উপায় করেও সেই পুরোনো হাল ও রূপ ফেরানো যায় না চুলের। শেষে আর কী করা যায় এই ভেবেই দিন খারাপ হচ্ছে আপনার? চিন্তা নেই। নীচে রইলো আপনার জন্যেই এমন কিছু টিপস যা কাজ করবে গ্যারান্টি। এই উপাদানগুলি আপনি বাড়িতে সহজেই কিনতে পারবেন।

১.এভোকাডো আর দইয়ের মিশ্রণ: এভোকাডোতে আছে ভিটামিন বি ও ই যা চুলকে পুষ্টি যোগায়। দই হলো কন্ডিশনার। দুটোকে মিশিয়ে ৪০-৪৫ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নেবেন।

২. এপেল সিডার ভিনিগার: এতে অল্প এসিড থাকায় রুক্ষ চুলকে মুহূর্তেই করবে চকচকে। এটিকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাবেন শ্যাম্পু করার সময়েই। সপ্তাহে একদিন করবেন এটি।

৩. বাদাম তেল ও ডিম: ডিমে প্রচুর প্রোটিন থাকায় চুল নরম করতে সাহায্য করে। এর সঙ্গে অল;প বাদাম তেল মেশালেই কাজ ষোলয়ানা শেষ। একটা ডিমের সঙ্গে ৪ ভাগের ১ ভাগ তেল মেশান। স্কাল্পে লাগান। ৪০-৪৫ মিনিট পর জল ডাকিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অনলাইনে আপনি অনেক ব্র্যান্ডের তেল পাবেন। আপনার জন্যে রইলো এই লিংক।

৪. কলা ও মধুর প্রলেপ:কলা চুলের কন্ডিশনার হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। এর সঙ্গে মেশান মধু। এই মধু চুলের আদ্রতা ধরে রাখে। তাই চুলের রুক্ষতা দূর করতে দুটোই ভালো। কলাটিকে ভালো করে পিষে নিন। ২ চা চামচ মধু দিন এতে আর ৩ভাগের ১ ভাগ নারকেল তেল দেবেন। পুরো চুলে লাগান। ২০-২৫ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন চুল। সপ্তাহে একবার এটা করলেই চলবে।

কেন চুলের যত্নে আয়ুর্বেদিক তেল, জানুন আর কিনুন আজই

চুল ও ত্বকের যত্নেই আমরা হয়ে উঠি অপরূপা। শীত শেষ হতে না হতেই আর গরম পড়তে না পড়তেই চুল ও ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হতে শুরু করেছে। গরমের শুরুতেই যদি এমন হয়, তাহলে বাকি গরমে ত্বক ও চুলের প্রাণ আর অবশিষ্ট যে থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। তবে অনেক সময়েই আমাদের ব্যস্ততার কারণে চুল ও ত্বকের যত্নে ব্যর্থতা দেখা যায়। সুন্দর, স্বাস্থ্যজ্জ্বল চুল পেতে আমরা কী না করে থাকি। তবে চুল পড়া কম ও চুলের গ্রোথ যেন হতেই চায় না। তবে আমরা কি কোথাও পুরোনো দিনের অভ্যেসকে ফিরিয়ে আনতে পারি না? মা-দিদিমাদের আমলের সেই প্রাকৃতিক অভ্যেস ও লম্বা চুলের ইতিহাস কিন্তু প্রমাণ দিচ্ছে তাদের সময়ের সেই প্রাচীন আয়ুর্বেদ চর্চা হতে পারে আমাদের শেষ ভরসা। শুধু চুলের পুষ্টি দেওয়া নয়, চুলের নানা রোগেও এগুলি ভালো ফল দিতে সক্ষম। তাই দ্রুত কেমিক্যাল হেয়ার প্রোডাক্টকে বলুন গুডবাই।

এবার আর দেরি কিসের?

বাজারে রয়েছে প্রচুর আয়ুর্বেদিক তেলের চাহিদা ও স্টক। আপনার চুলের চাহিদা মতো কিনুন। তবে চাইলে অনলাইনেও এখুনি দেখে অর্ডার করতে পারেন। আপনার জন্যে রইলো সেইন বিশেষ লিংক। এখানে ক্লিক করুন আর চুলের যত্নে হয়ে উঠুন ব্রতী।

খুশকি, দূষণ, উশৃঙ্খল জীবন, দুমুখো চুল প্রভৃতি মিলেমিশে চুলের বারোটা বাজাচ্ছে। আয়ুর্বেদিক তেলে আছে সেই সবকে দূরে রেখে চুলে পুষ্টির যোগান দেওয়ার ক্ষমতা। চুলের গোড়া থেকে ডগা অবধি মেসেজ করলেই মিলবে ফল। এগুলোতে দ্রুত সমাধান হয় খুশকির সমস্যার। মাথার স্ক্যাল্পে ও গোড়ায় ভালো করে তেল গরম করে সপ্তাহে দুদিন লাগান। এরপর পরের দিন সকালে করুন মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার। মাথা যেমন হালকা থাকবে তেমন ময়লাও ঢুকবে কম। চুলের ভেঙে যাওয়া আটকে দেয় এই তেল। এতে যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি থাকে, তা সবকটাই চুলের পুষ্টি, বৃদ্ধিতে দ্রুত ফল দেয়।

নিষ্ঠুর খুশকি তাড়ান দুই উপাদানে, কিনুন আজই

অনেকেরই আজকাল চুলের একটি বিশেষ সমস্যা বেড়েছে। তা হলো খুশকি। এই খুশকি যে শুধুই শীতকালে হচ্ছে তা নয়, আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে সারা বছর মাথায় বাসা বাঁধা এই খুশকির কথা। নারী পুরুষ যে কারোরই এ সমস্যা হতে পারে। এর জন্যে বেড়ে যায় ত্বকে ব্রণ ও নানারকম অ্যালার্জির সম্ভাবনাও। আবার চুল পড়ে টাক হওয়াও অজানা নয়। এবার একেবারে প্রাকৃতিক কিছু উপাদান ব্যবহার করে দেখুন।

১.অ্যালোভেরা: এই প্রাকৃতিক উপাদানটি হাজার গুণে ভরপুর ও হাজারটি সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা রাখে। চুলের যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে জাদুকরী ভূমিকা নিতে পারে এই অ্যালোভেরা। এটি চুলের ঘনত্ব বাড়ায়, চুল পড়া বন্ধ করে, খুশকির সমস্যা দূর করে। অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে এতে। এর ফলে এটি খুবই প্রিয় উপাদান মেয়েদের কাছে। খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরার রস ও নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এই তেল ব্যবহারে খুশকি দূর হবে চটজলদি। অ্যালোভেরা চাইলে আপনি অনলাইনেও এখুনি কিনতে পারেন। নিচে দেওয়া রইলো সেই লিংক।

২. রসুন: বহু উপকারিতা সমৃদ্ধ আরেকটি বিশেষ উপাদান রসুন। এটি স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভালো, তেমনি উপকারী ফল দেবে আপনার চুলের জন্যও। রসুনে থাকা অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান খুশকি দূর করতে পারে তাড়াতাড়ি। রসুন ব্লেন্ড করে এর রসের সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণ মাথার ত্বকে লাগান। চাইলে এর সঙ্গে মেশাতে পারেন সামান্য মধু ও আদার রস। সপ্তাহে তিনদিন এই মিশ্রণ ব্যবহার করলে মুক্তি মিলবে খুশকি থেকে।

৩. লেবুর রস: দুই টেবিল-চামচ লেবুর রস নিয়ে পুরো মাথায় চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগান তুলো দিয়ে। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এবার এক টেবিল-চামচ লেবুর রস নিয়ে এক কাপ জলে মেশান। লেবুর রস মেশানো জল দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। খুশকি না কমা পর্যন্ত প্রতিদিন এভাবে লেবু চিকিৎসা চালিয়ে দেখতে পারেন।

৪. মেথি-তেল: সাধারণ নারকেল তেলের সঙ্গে গোটা মেথি মিশিয়ে কয়েকদিন বোতলে রেখে দিন। রোদে রাখবেন। এবার নিয়মিত এই মেথি মেশানো তেল মাখুন মাথায়। রাতে মেখে সকালে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এভাবে নিয়মিত ব্যবহারে মাথার চুল ও ত্বক দুইই ভালো থাকবে।

আন্ডারআর্মসের কালো দাগ দূর করতে চান, হাতের কাছেই রয়েছে সমাধান

আমাদের ত্বক মাখনের মতো কোমল মোলায়েম রাখতে আমরা সবাই ভালোবাসি। কিন্তু অনেক সময়েই নানা সমস্যায় পড়ে আর সেই মোলায়েম ত্বক পাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই সেই সমস্যায় পড়ে আমাদের অনেকেই পছন্দের জামাকাপড়ও পরতে পারি না। বগল বা শরীরের অন্যান্য জায়গার কালো ছোপ থাকলে তা দেখতেও বাজে লাগে। বগলের ত্বক খুব সেনসিটিভ হওয়ায় যে কোনো ধরণের ক্রিম ব্যবহারেই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, পিসিওএস এগুলি সাধারণ কিছু কারণ যা বেশিরভাগ মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়।

তাছাড়া শেভিং, কিছু ডিওডোরেন্ট বা পারফিউমও সেই জায়গার ত্বকের জন্যে উপযুক্ত হয় না। এর থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না। নিচে কিছু টিপস দেওয়া হলো। একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

১. এলোভেরা জেল খুব ভালোভাবে ত্বক উজ্জ্বল করতে পারে। জেল কিছুটা নিয়ে বগলে লাগিয়ে শুকাতে দিন ১০-১৫ মিনিটের জন্যে। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে দিন সেই জায়গাটি। সপ্তাহে ৪ দিন করুন এটি। ফল পাবেন তাড়াতাড়ি। যারা বুঝতে পারছেন না কোন জেলটি কিনবেন, তাদের জন্যে রইলো এই বিশেষ লিংক। আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো জেল কিনে নিতে পারেন। দেখুন এই লিংক।

২. ডিওডোরেন্ট বা পারফিউম বদলান সবার আগে। বাজার থেকে কেনা সুগন্ধির শিশি ব্যবহার না করে বাড়িতেই বেকিং সোডা বা এপেল সিডার ভিনিগার লাগাতে পারেন সেই জায়গায়।

৩. শেভিং বন্ধ করুন। এর জায়গায় ওয়াক্সিং বা লেজার ট্রিটমেন্ট নিয়ে ভাবতে পারেন।

৪. একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস ও হলুদ মেশান। ৩০ মিনিট রেখে সেটি শুকিয়ে গেলেই ধুয়ে ফেলুন ঠান্ডা জল দিয়ে।

৫. ঢিলেঢালা পোশাক পরবেন। টাইট ফিটিং পোশাকে ঘাম আপনার বগলে বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. নারকেল তেল খুব ভালো কাজ দেয়। কিছু ফোটা তেল নিয়ে বগলে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট পর সাথে আস্তে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে ফেলুন সেই জায়গা। দিতে পারেন মাইল্ড সাবান।

পুরুষদের জন্য নতুন এক কিট, সুবর্ণ সুযোগ

আজকের দিনে মানুষের কাছে লুক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ হোক বা মহিলা দুজনের কাছেই এই বিষয়টি আজকের দিনে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে লুক নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ মহিলাদের জন্য থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ সুযোগ নেই। তবে এবারে জানা গিয়েছে দ্মথন্দ্ধ থন্তত্রদ্রন্ডত্র এর তরফে পুরুষদের জন্য আনা হয়েছে এক নতুন সুবিধা।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে পুরুষদের লুক নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য একাধিক সুবিধা বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। এসেছে একাধিক কোম্পানিও। আর সেই সকল কোম্পানির তরফে ভারতের বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে একাধিক গ্রুমিং কিট। আর তা সুবিধা দিয়েছে সাধারণ পুরুষ এবং কলেজ পড়ুয়াদের। আর এবারে নতুন এক কিট নিয়ে আসা হয়েছে এর তরফে। যদিও এই যথেষ্ট জনপ্রিয় একই ব্র্যান্ড। তবে এবারে জানা গিয়েছে গ্রাহকদের কথা ভেবে এই সুবিধা আনা হয়েছে অ্যামাজনে।ই কমার্স পরিষেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয় অ্যামাজন। একাধিক চমক তাদের তরফে নিয়ে আসা হয়েছে বারবার। আর এবারে জানানো হয়েছে এর উপরে রয়েছে ২৬ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা। ফলে ক্রেতারা এই কিট কিনতে পারবেন মাত্র ৫০৯ টাকাতে। এর ফলে গ্রাহকেরা বাঁচাতে পারবেন ১৭৬ টাকা। এছাড়াও জানানো হয়েছে এক্সিস ব্যাংক এর ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে এই কেনাকাটা করলে পাবেন ১০ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে আটক করা হয় এক চোরকে। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে আন্তর্জাতিক গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করায় গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল বাংলাদেশ

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৩ মার্চ (হি. স.) ভারত সরকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আন্তর্জাতিক গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (২২ মার্চ) বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

ভারতের সংস্কৃতিমন্ত্রক সোমবার ২৩ মার্চ ২০২০ সালের গান্ধী শান্তি পুরস্কারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ২০১৯ সালের পুরস্কারের জন্য ওমানের প্রয়াত সুলতান কাবুস বিন সায়েদ আল সায়েদের নাম ঘোষণা করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে এই পুরস্কারের ঘোষণা এল। বাঙালীর এই উদযাপনে যোগ দিতে শুক্রবার (২৬ মার্চ) স্বাধীনতা দিবসেই বাংলাদেশে আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরদিন তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে। মোদীই ছিলেন গান্ধী শান্তি পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর প্রধান। তাঁর সফরের আগে গান্ধী পুরস্কারের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণার বিষয়টিকে দুই দেশের বন্ধুত্বের একটি নিদর্শন হিসেবে দেখছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো।

গান্ধী শান্তি পুরস্কার ভারত সরকার থেকে প্রদত্ত মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক পুরস্কার। ১৯৯৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গান্ধীজির মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারত সরকার এই পুরস্কার চালু করে।

ভারতে ৫.০৮-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ করোনায় মোট মৃত্যু ১৬০,৪৪১

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): ভারতে গত কয়েকদিন ধরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুও। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল বুধবারও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭,২৬২ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৭৫।

ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩.৬৮-লক্ষের (৩.১৪) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৩,৯০৭ জন করোনা-রোগী। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১২,০৫,১৬০ জন করোনা-রোগী (৯৫.৪৯ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৪৭,২৬২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,১৭,৩৪,০৫৮-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৭৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬০,৪৪১ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৫৭ জন (৩.১৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ২৩,০৮০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫ কোটি ০৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২৮৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৩,৪৬,৬৯২ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

সস্তা হল পেট্রোল ও ডিজেল, দীর্ঘ দিন পর স্বস্তিতে সাধারণ মানুষ

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে অবশেষে খানিকটা দাম কমল পেট্রোল ও ডিজেলের। বুধবার রাজধানী দিল্লি-সহ সমস্ত মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের দর। কলকাতায় বুধবার ১৭ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দামঊ কলকাতায় আইওসি-র পাম্পে এদিন পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে লিটারে ৯১.১৮ টাকা। ডিজেল ১৭ পয়সা কমে হয়েছে ৮৪.১৮ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি বুধবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমেছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেওঊ দিল্লিতে ১৮ পয়সা কমার পর পেট্রোলের দাম এখন ৯০.৯৯ টাকা প্রতি লিটার এবং ১৭ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম এখন ৮১.৩০ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ১৭ পয়সা কমেছে পেট্রোলের দাম এবং ১৮ পয়সা কমেছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৯৭.৪০ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৮৮.৪২ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম ১৬ পয়সা কমার পর নতুন দাম ৯২.৯৫ টাকা এবং ১৬ পয়সা কমার পর ডিজেলের দাম ৮৬.২৯ টাকা। বিগত এক বছরের মধ্যে এই প্রথমবার দাম কমল দুই জ্বালানি তেলের। ২০২০ সালের ১৬ মার্চ সর্বশেষ দাম কমেছিল পেট্রোল ও ডিজেলের। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমায় কিছুটা যেন স্বস্তির হাওয়া। জ্বালানি তেলের দর কমায় খানিকটা স্বস্তি পেলেন আমজনতা।

বঙ্গে ফের রাজনৈতিক হত্যা! দিনহাটায় খুন বিজেপির মন্ডল সভাপতি

কোচবিহার, ২৪ মার্চ (হি.স.) পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হতে মাত্র দু''দিন বাকি। তার আগে বঙ্গে ফের রাজনৈতিক খুন! এবার রাজনৈতিক হিংসার বলি হলেন কোচবিহারের দিনহাটা টাউনের বিজেপির মন্ডল সভাপতি অমিত সরকার। বুধবার সকালে দিনহাটায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের কাছেই বিজেপির মন্ডল সভাপতি অমিত সরকারের দেহ উদ্ধার হয়। বিজেপির অভিযোগ, 'এটা পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যা।'

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে দিনহাটায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের কাছেই বিজেপির মন্ডল সভাপতি অমিত সরকারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ভোটগ্রহণের মুখে এই হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটায়। একজন বিজেপি কর্মী জানিয়েছেন, 'এটা পূর্ব-পরিকল্পিত খুন। তৃণমূল চাইছে আমরা ভয়ে বাড়িতে বসে থাকি, কিন্তু আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।' পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে অমিত সরকারের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে তৃণমূলকে আক্রমণ করা হয়েছে। টুইট করে লেখা হয়েছে, '১৩০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মীর হত্যার জন্য দায়ী এই রক্ত পিপাসু সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে।'

ঝাড়গ্রামের সংস্কৃতিকে আরও উন্নত প্রসারিত করা দরকার : মধুজা সেন রায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি.স.): ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে এবার সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হয়েছেন সিপিএমের মধুজা সেন রায়। দলের একনিষ্ঠ কর্মী মধুজা এসএফআই-এর রাজ্য সভানেত্রী। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছেন মধুজা। গত ৯ মার্চ ধর্মতলায় এসএফআই-এর আইন অমান্য কর্মসূচি থেকে গ্রেফতার হন মধুজা-সহ ৩ মহিলা কর্মী। সেই রাতে লালবাজারেই রাখা হয় তাঁদের। পরের দিন আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হয় আলিপুর জেলে। সেখানে তাঁদের বিবস্ত্র করে তল্লাশির অভিযোগে হইচই হয়। লড়াকু নেত্রীর ভাবমূর্তি রয়েছে তাঁর। তাই এবার ঝাড়গ্রামের মত কিছুটা 'অস্বস্তি'-র কেন্দ্রে প্রার্থী বাছাইয়ে যথেষ্ঠ সতর্ক হতে হয়েছে সংযুক্ত মোর্চা নেতৃবৃন্দকে।

কিসের 'অস্বস্তি'? ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে লালগড়ের নেতাই। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি নেতাইয়ে ৪ মহিলা-সহ ১৩ জন গ্রামবাসীকে খুনের অভিযোগ ওঠে সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনা নিয়ে তুলকালাম হয়। ভুল স্বীকারও করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে, জনসংযোগের জন্য নেতাইয়ের বাসিন্দাদের মুখোমুখি হবেন বলে জানিয়েছেন ওই বামপ্রার্থী। একই সঙ্গে নেতাই-কাণ্ড নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি মধুজা। তাঁর যুক্তি, 'বিষয়টি বিচারাধীন'।

জন্ম ১৯৮৩-র ৪ জুন। নিজের কথা জানাতে গিয়ে মধুজা বলেন, এই ঝাড়গ্রাম শহরেই আমার জন্ম, আমার বেড়ে ওঠা। রানি বিনোদমঞ্জরী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। হাতেখড়ি হয় ছাত্র-আন্দোলনের। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। কিছুই কী হয়নি ঝাড়গ্রামে? মধুজার উত্তর, ''না, হয়েছে। ভাল-মন্দ অনেক কিছু হয়েছে। তবে, আরও অনেক কিছু হতে পারত। সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃতিচর্চা ও বিনোদনকেন্দ্র নেই। আমাদের ঝাড়গ্রামের মাটির গান, শাল-মহুলের গন্ধ লেগে থাকা, সেই সংস্কৃতিকে কেবল বাঁচিয়ে রাখা নয়, আরও উন্নত করে আরও প্রসারিত করা দরকার। কেবলভাতার ভিক্ষে নয়, শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে কাজে আরও মনযোগী করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ছোটবেলা থেকে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম দেখছি। এর মানোন্নয়ন হলেও খেলাধুলা হয় না। এটি ব্যবহৃত হয় প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য। কথা দিচ্ছি, আমরা জিতলে এই স্টেডিয়াম ব্যবহার হবে কেবল খেলাধুলার জন্য।' সুযোগ পেলে স্বাস্থ্য-শিক্ষার উন্নতির দিকে গুরুত্ব দেওয়ার আশ্বাস দেন মধুজা। তাঁর কথায়, ''ঝাড়গ্রামের মহকুমা হাসপাতাল জেলা হাসপাতাল হয়েছে। শুধুমাত্র বাইরের রঙ নয়। ভেতরের পরিকাঠামো উন্নয়নে মনযোগী হব। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর অবস্থা ভাল নয়। সুযোগ পেলে এগুলোকে আরও কার্যকরী করতে হবে। সংযুক্ত মোর্চা সরকার তৈরি হলে ঝাড়গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে।' শুধু আশ্বাসে চিঁড়ে ভেজে না এই সরল সত্যটা মধুজা জানেন। তাই ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ঝাড়গ্রামের ভোট প্রথম দফায়, ২৭ মার্চ।

জঙ্গলমহলে শেষবেলায় প্রচারে গেরুয়া ঝড় তুলবেন শাহ-মিঠুন

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : প্রথম দফার ভোটের আগে শেষবেলার প্রচারে ঝড় তুলতে নামছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মিঠুন চক্রবর্তী। ২৭ মার্চ প্রথম পর্যায়ের ভোটে আছে মূলত জঙ্গলমহল। একদিকে শাহ ও অন্যদিকে 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তীকে দিয়ে প্রচার চালিয়ে শেষবেলায় গেরুয়া পালে জোর হাওয়া তুলতে চায় বিজেপি নেতৃত্ব।

২৫ মার্চ, একদিনে পাঁচটি কর্মসূচি রয়েছে অমিত শাহর। বাঘমুন্ডি, গোপীবল্লভপুর, তমলুক ও বিষ্ণুপুরে সভা করবেন শাহ। ওইদিন রাতে বিষ্ণুপুরে জেলা নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা রয়েছে। রাতে বাঁকুড়ায় থাকার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। একদিনে শাহর এই পাঁচ কর্মসূচি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এক ইঞ্চি জমিও যে ছাড়তে নারাজ গেরুয়া শিবির, তা স্পষ্ট জঙ্গলমহলে গত কয়েকদিনে শাহর কর্মসূচির বহরেই।

এদিকে অমিতেবাবুর পাশাপাশি ২৫ মার্চ থেকে পুরোদমে রাজ্যের ভোট প্রচারে নামার কথা মিঠুন চক্রবর্তীর। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে সভা করবেন 'মহাগুরু'। শালতোড়া, মানবাজার ও কেশিয়াড়িতে মিঠুন চক্রবর্তীর সভা রয়েছে। আগামী ৩ দিনে জঙ্গলমহলে একাধিক পথসভাও করবেন মিঠুন। সেই সঙ্গে দিল্লি থেকে ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীরকেও প্রচারে নামাতে চলেছে গেরুয়া শিবির।

আগামী ৩০ মার্চ নন্দীগ্রামেও সভা করার কথা রয়েছে মিঠুনের। শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনে একেবারে শেষবেলায় মাঠে নামবেন মিঠুন। তার আগে অবশ্য ২৭ মার্চ নন্দীগ্রামে সভা করতে পারেন অমিত শাহ। দলের হেভিওয়েট নেতাদের কর্মসূচি থেকেই স্পষ্ট, নন্দীগ্রাম কেন্দ্র বিজেপির এবার বিশেষ ফোকাস। লোকসভা নির্বাচনের ব্যাপক সাফল্যের পর হঠাতই এই এলাকায় সংগঠনের রাশ খানিকটা আলগা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের। সম্প্রতি জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে বিজেপি নেতাদের জনসভাতেও সেভাবে ভিড় চোখে পড়ছে না। অন্যদিকে মমতার সভাগুলিতে জনসমাগম দেখা যাচ্ছে চোখে পড়ার মতো। তাই শেষ মুহূর্তে 'খেলা' ঘোরাতে আসরে নামছে বিজেপি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক নিয়ে কোনও গ্রেফতার নেই, প্রশ্ন সক্রিয়তা নিয়ে

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা প্রেস ক্লাবে কর্মরত সাংবাদিককে মারধরের ব্যাপারে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এ ব্যাপারে পুলিশি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে প্রেস ক্লাবের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও।

মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং একটি প্রশ্ন করেন। ওই সময়ে পাশ থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমকে মারতে থাকে। আহত হন ওম। উপস্থিত ক্লাবকর্মী এবং অন্য কিছু সাংবাদিক ওমকে রক্ষা করে। হইচই শুরু হয়। সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন এ রকম ঘটনা এই ক্লাবে এক কথায় নজীরবিহীন। হাজির ছিলেন কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বেশ কিছু সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য এবং তাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা শেষ করার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে এই আক্রমণ ঘটে। আয়োজক সংস্থার বক্তব্য, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে সংস্থা আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন জানাচ্ছে। ওম প্রকাশ সিং প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন করলে আয়োজক সংস্থার পক্ষে একজন সমর্থক তাঁর ওপর সকলের সামনে হামলা চালায়। এলোপাতাড়ি ঘুসি মারে। তিনি বলেন, আচমকা এই ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পর সেখানে থাকা একাধিক সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের ছুটে আসেন। এমনকি ছুটে আসেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের নিরাপত্তাকর্মী ও অন্য কিছু সাংবাদিক।

এই ঘটনায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ প্রশ্ন তুলেছেন, এই ঘটনা কি ক্লাবের সুনামহানির যথেষ্ঠ কারণ নয়? সাংবাদিকদের নিজেদের ক্লাবে এই অবস্থা কেন হবে? কেন অভিযুক্তকে ধরা গেলনা? ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর প্রতিক্রিয়ায় জানান, ''অবশ্যই ঘটনাটি অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক। সাংবাদিকদের নিজেদের ক্লাবে এই অবস্থা হওয়া কাঙ্খিত নয়। ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে ক্লাবের প্রবেশপথের লোহার ফটক টপকে পালিয়ে যায়।''

প্রশ্ন করার দায়ে প্রেস ক্লাবের ভেতর কর্মরত সাংবাদিক প্রহৃত হল। ঘটনার দুঃখপ্রকাশ করে এবং অভিযুক্ত গেট টপকে পালিয়ে গিয়েছে, এই যুক্তি দেখিয়ে কি ক্লাব কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে পারে? ক্লাব সভাপতি বলেন, ''আমরা কোনওভাবে দায় এড়ানোর চেষ্টা করিনি। প্রেস বার্তায় এই ঘটনার নিন্দা করে তৎক্ষণাৎ সাংবাদিক সম্মেলন বন্ধ করে দিই।''

ওম প্রকাশ সিংয়ের প্রশ্ন, ''এই ঘটনায় পুলিশকে ফোনে খবর দেওয়াটাই কি যথেষ্ঠ? ক্লাবের লেটারহেড প্যাডে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে? ক্লাব প্রতিনিধিরা থানার ওসি বা পুলিশকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি একবারও করেছেন? গত কয়েক বছরে ক্লাবের অভ্যান্তরে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা লজ্জাকর এবং নেতিবাচক। একটি ঘটনা তো পুলিশকে না জানিয়ে চেপে যাওয়া হয়েছে।'' ক্লাব সভাপতি বলেন, ''ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ময়দান থানায়। ১০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ আসে। আয়োজক সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত সাংবাদিক। এই ঘটনার অস্বীকার করে ওই আয়োজক সংস্থার জানিয়েছে আক্রমণকারী ওই সমর্থক তাদের নয়। ওম প্রকাশ সিং আমাদের কাছে সিসিটিভি-র রেকর্ডিং চেয়েছেন। আমরা তা দেব জানিয়েছি। আমাদের তরফে গাফিলতি নেই। 'হিন্দুস্থান সমাচার' প্রয়োজনে পুলিশের কাছে পৃথক অভিযোগ করতে পারে। আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব।''

পরবর্তী সিজেআই করা হোক এন ভি রমন্নাকে, কেন্দ্রকে চিঠি বোবদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): আগামী ২৩ এপ্রিল অবসর নিচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে। অবসর নেওয়ার ঠিক একমাস আগে নিজের উত্তরসূরী বেছে নিয়েছেন বোবদে। সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি (সিজিআই) হিসেবে বিচারপতি এন ভি রমন্নার নাম প্রস্তাব করেছেন বোবদে। সিজিআই পদে রমন্নার নাম সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিও দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে।

সূত্রের খবর, গত সপ্তাহে বিচারপতি বোবদের কাছে কেন্দ্র জানতে চায় পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে হবেন, সে বিষয়ে? গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বিচারপতি বোবদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁর প্রস্তাব পাঠাতে বলেন। তখনই নাকি এন ভি রমন্নার নাম প্রস্তাব করেন বোবদে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে এস এ বোবদের পরে সবথেকে বর্ষীয়ান বিচারপতি এন ভি রমন্না। ১৯৫৭ সালের ২৭ আগস্ট তাঁর জন্ম। ২০২২ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর কার্যকাল রয়েছে। অর্থাৎ বিচারপতি বোবদের পরে তিনি দায়িত্ব নিলে ১ বছরের বেশি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

সংক্রমণ বাড়ছে, আমজনতার একাংশে নেই কোনও উদ্বেগ

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশেই যে নতুন করে আবারও সংক্রমণ বাড়ছে সেটা সবাই বুঝতেও পারছে। যদিও আমজনতার মধ্যে এই নিয়ে কোনও উদ্বেগ ধরা পড়ছে না।

অনেকেই মাস্ক ছাড়া অবাধেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নূন্যতম শারীরিক দূরত্বটুকুও তাঁরা বজায় রাখছেন না। হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহারও এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে। আর এই স্বাস্থ্যবিধি না মানার জেরেই কার্যত দেশজুড়ে বেড়ে চলেছে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ।

এই অবস্থায় কেন্দ্র চাইছে রাজ্যগুলো বিপজ্জনক এলাকা দ্রুত চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করুক। প্রয়োজনে ওই সব এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করে যাবতীয় সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শপিং মল, স্কুল-কলেজ, ধর্মীয়স্থান সব বন্ধ থাকবে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রতিটি রাজ্যে করোনার পরীক্ষা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি বাড়াতে বলা হয়েছে আরটিপিসিআর ও র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষাও।

সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি কনটেনমেন্ট জোন ও তার পাশের বাফার জোনের বাসিন্দাদের ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয়েছে। কন্টেনমেন্ট এলাকায় কোভিড-বিধি বা পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্বে থাকবেন জেলা আধিকারিক, পুলিশ ও পুরকর্মীরা। জোর দেওয়া হচ্ছে যাতে সকলে মাস্ক পরেন সে বিষয়ে। খোলা জায়গায় বা কাজের জায়গায় কেউ মাস্ক না-পরলে, জরিমানা নিতে বলা হয়েছে রাজ্যগুলিকে।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর যে সর্বশেষ করোনা রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০৪জন। এদের মধ্যে শুধুমাত্র কলকাতাতেইও আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৩জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১২৬জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গিয়েছেন ২জন। একজন কলকাতার অন্যজন উত্তর ২৪ পরগনার। এটা ঠিক যে গত বছরের তুলনায় আক্রান্ত ও মৃতের হার এখনও খুব কম। কিন্তু সতর্ক না হলে এটাই কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে বেশি সময় লাগবে না। আর তাই বাংলায় ফের কনটেনমেন্ট জোন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিন ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলাতেই এই কনটেনমেন্ট জোন জারি হতে পারে এপ্রিল মাসে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনার টিকা নিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন

মস্কো, ২৪ মার্চ (হি.স) : অবশেষে করোনার টিকা নিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ জানিয়েছেন, টিকা নেওয়ার পরে ভাল আছেন প্রেসিডেন্ট। রাশিয়ায় টিকাকরণের হার কম। প্রত্যাশিত টার্গেটের ধারেকাছে পৌঁছনো যায়নি। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট পুতিনের টিকা নেওয়ার ঘটনা দেশবাসীকে টিকাকরণে উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে রাশিয়ায় যে তিনটি টিকা দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে কোনটি পুতিন নিয়েছেন সেটা অবশ্য জানানো হয়নি। সেই সঙ্গে পুতিনের টিকাকরণের কোনও ছবিও প্রকাশ করা হয়নি।

অথচ যেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো সব রাষ্ট্রনায়করাই নিজেদের টিকাকরণের ছবি প্রকাশ করেছেন, সেখানে কেন দেখা গেল না পুতিনের টিকা নেওয়ার ছবি। পেস্কভের কথায়, ''ক্যামেরার সামনে টিকা নেওয়ার ছবি তোলায় একেবারেই উৎসাহ নেই ওঁর।'' বিশ্বের প্রথম করোনা টিকা হিসেবে স্পুটনিক ভি-কে অনুমোদন দিয়েছিল রাশিয়া। পরে আরও দু'টি টিকাকে অনুমোদন দেয় তারা। ডিসেম্বর থেকেই টিকাকরণ শুরু হয় সেদেশে। সকলকে টিকা নিতে উৎসাহিত করতে দেখা যায় পুতিনকে। কিন্তু খোদ প্রেসিডেন্ট টিকা নিচ্ছেন না কেন, এপ্রশ্ন উঠে গিয়েছিল দেশবাসীর মনে। অবশেষে তিনি টিকা নেওয়ায় রাশিয়ার সাধারণ মানুষ আরও উৎসাহী হবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বুধবার বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কাছাড়ের ভোটকর্মীদের গন্তব্যস্থলে যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন সড়কে বাসের ব্যবস্থা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ২৪ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে নেট্রিপে নিয়ে আসার জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ ও ৩১ মার্চ, সকাল ৫-টায় বাসগুলি বিভিন্ন কাছাড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে ছেড়ে নেট্রিপে পৌঁছবে।

বাসগুলো দিগরখাল চেকগেট থেকে গুমড়া, কালাইন, ভাঙ্গারপার, রানিঘাট, সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। রাজাটিলা বাজার থেকে রাজাটিলা-কাটিগড়া-পাঁচগ্রাম-কাটাখাল শালচাপরা-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। কালাইন বাজার থেকে কাটিগড়া-চৌরঙ্গি-গণিরগ্রাম-রানিঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। বালাছড়া থেকে বড়খলা-জারইলতলা-অরুণাচল-তারাপুর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। বিহাড়া বাজার থেকে বাবুরবাজার-ভাঙ্গারপার-রানিঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। বড়খলা বাজার থেকে ডলু-হাতিছড়া হয়ে নেট্রিপ। কুম্ভা থেকে কুম্ভিরগ্রাম-উধারবন্দ হয়ে নেট্রিপ। দয়াপুর থেকে উধারবন্দ-কাঁচাকান্তি মন্দির হয়ে নেট্রিপ। হরিনগর বাজার থেকে জয়পুর-পয়লাপুল-বাঁশকান্দি-আরকাটিপুর হয়ে নেট্রিপ। জিরিঘাট থেকে ফুলেরতল- পয়লাপুর-বাঁশকান্দি-আরকাটিপুর হয়ে নেট্রিপ। লক্ষ্মীপুর, তলেনগ্রাম থেকে ফুলেরতল-পয়লাপুর-বাঁশকান্দি- আরকাটিপুর হয়ে নেট্রিপ।

এভাবে বিন্নাকান্দিঘাট থেকে নতুন রামনগর-আমজুরঘাট-সোনাই-সোনাবাড়িঘাট- সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে যাবে। মতিনগর বাজার থেকে কচুদরম- আমজুরঘাট-সোনাই-সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। আমড়াঘাট বাজার থেকে পালংঘাট-কাবুগঞ্জ-নুতন বাজার-সোনাবাড়িঘাট- সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। কাজিডহর থেকে সোনাই-সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। লায়লাপুর থেকে ভাগাবাজার-ধলাই-কাবুগঞ্জ-সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। হাওয়াইথাং থেকে চান্নিঘাট-ভাগাবাজার-ধলাই-সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। লোহারবন্দ থেকে ধোয়ারবন্দ-আইরংমারা-শিলকুড়ি-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, আইরংমারা থেকে মেডিক্যাল কলেজ-মেহেরপুর-লিংকরোড-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। আরইসি থেকে মেডিক্যাল কলেজ-মেহেরপুর-রাঙ্গিরখাড়ি-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। কাঁঠাল ৬ষ্ঠ এপিবিএন থেকে বুধুরাইল-চন্দ্রপুর- লিংকরোড, প্রেমতলা-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। ধোয়ারবন্দ থেকে রাঙ্গিরখাড়ি-হাসপাতাল রোড-সেন্ট্রাল রোড- সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। চেংকুড়ি থেকে নওয়ারাজ-জিসি কলেজ-শিলংপট্টি-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। জালালপুর থেকে কালাইন-কাটিগড়া-শালচাপরা-শ্রীকোণা-রামনগর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। তাপাং থেকে কুয়ারপার-শ্রীকোণা-তারাপুর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। পূর্ব গোবিন্দপুর থেকে গোবিন্দপুর-বাঁশকান্দি-কাশীপুর হয়ে নেট্রিপ। শালচাপরা পুলিশ আউটপোস্ট থেকে ঘাঘরাপার-শ্রীকোণা-রামনগর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে।

সোনাই থানা থেকে বারহালি-সোনাবাড়িঘাট- আউলিয়া-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। জয়পুর থানা থেকে পয়লাপুল-আলিপুর-কাশীপুর হয়ে নেট্রিপে। কাটিগড়া থানা থেকে গণিরগ্রাম-রানিঘাট-বালিঘাট-তারাপুর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। পালংঘাট পুলিশ আউটপোস্ট থেকে ঝুলনপুল-কাবুগঞ্জ-সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। কচুদরম থানা স্বাধীনবাজার-আমজুরঘাট- সোনাবাড়িঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। বড়খলা থানা থেকে জারইলতলা-রানিঘাট-রায়গড়-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে।

কালাইন থানা থেকে কাটিগড়া-শালচাপরা-তারাপুর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। জালালপুর থেকে সাদিরখাল-রাজাটিলা-কাটিগড়া-ফুলবাড়ি-রানিঘাট-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। ধোয়ারবন্দ থানা থেকে ঝালেঙ্গা-আইরংমারা-শিলকুড়ি-মেহেরপুর-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে। সিংগেরবন্দ কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স থেকে সিংগেরবন্দ কো-অপারেটিভ-ডলুগ্রাম-রুপাইবালু-শিবপুর-কাপ্তানপুর-সোনাই-সদরঘাট হয়ে নেট্রিপে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দল-বিরোধী কার্যকলাপ বহিষ্কৃত হলেন উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সদস্য তথা বিজেপি নেতা রাহুল নাইডিং

হাফলং (অসম), ২৪ মার্চ (হি.স.) : দল-বিরোধী কাজের জন্য অবশেষে বহিষ্কৃত হলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য তথা বিজেপি নেতা রাহুল নাইডিং। দল-বিরোধী কাজের জন্য আজই (বুধবার) তাঁকে দল থেকে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির কোর কমিটি।

আজ বিকেলে হাফলং অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এ-কথা জানান জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন বলেন, মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ মাহুর থানার অন্তর্গত জোরাই বাটারি গ্রামে বিজেপি নেতা অন্য দলের হয়ে প্রচার চালিয়ে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করছেন। মঙ্গলবার রাতে জোরাই বাটারী গ্রামে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার চালিয়েছেন রাহুল নাইডিং। ওই সভায় রাহুল নাইডিংকে বলতে শোনা যায়, এবার রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার গঠন হবে এবং হাফলং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল লাংথাসা জয়ী হবেন। পার্বত্য পরিষদেও কংগ্রেসের সরকার হবে এবং পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা মুখ্য কার্যনিবাহী সদস্য পদে বসবেন। তাই কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান রাহুল নাইডিং।

ধনপাইনন থাওসেন জানান, তাই দলের বিরুদ্ধে গিয়ে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার দায়ে রাহুল নাইডিংকে বিজেপির প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ-মর্মে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস ও সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) ফণীন্দ্রনাথ শর্মার কাছে রাহুল নাইডিংয়ের বহিষ্কার সংক্রান্ত পত্র পাঠানো হয়েছিল।

বিজেপির টিকিটে বিগত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য পরিষদের মাহুর আসন থেকে জয়লাভ করেছিলেন রাহুল নাইডিং। তারপরও কেন দলের বিরুদ্ধে গিয়ে এ-ধরনের কাজ করলেন এ-নিয়ে ধনপাইনন থাওসেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগে থেকেই পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনিবাহী সদস্য পদে বসার জন্য অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা হয়ে না ওঠায় দলের বিরুদ্ধে গিয়ে এ-ধরনের দল বিরোধী কাজ শুরু করেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান ধনপাইনন থাওসেন।

এদিকে রাহুল নাইডিংকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলেও নির্বাচনে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না, বরং হাফলং আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য তথা বিজেপি নেতা নিপোলাল হোজাই। সাংবাদিক সম্মেলনে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সম্পাদক সুজয় লাংথাসা তথা কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য বিজেপি দলে যোগদানকারী দেপোলাল হোজাই।

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় নিন্দা জানালো সর্বভারতীয় সাংবাদিক সংগঠন

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স) : সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করল সর্বভারতীয় সাংবাদিক সংগঠন। বুধবার সর্বভারতীয় সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ইন্ডিয়া) এনইউজে এবং দিল্লি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (ডিজেএ) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানালো।

এন ইউজে-র সভাপতি রাস বিহারী জানান, সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংবাদিকের ওপর এহেন হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দোষী ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি তিনি করেন। তিনি আরও বলেন, সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলা এহেন হামলা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়। তিনি অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে গ্রেফতার করার পাশাপাশি জখম সাংবাদিকের চিকিৎসা সুবিধা ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

উল্লেখ্য,সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আক্রান্ত হন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং। অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন-র ডাকা এক সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন এ ঘটনা ঘটে। প্রশ্নোত্তর পর্বে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করলে আয়োজকদের ওই সমর্থক এলোপাতাড়ি ঘুসি মারে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার খবর পেয়ে ময়দান থানার পুলিশ ছুটে আসে। আয়োজক সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত সাংবাদিক ওম প্রকাশ সিং। যদিও এই ঘটনার অস্বীকার করে ওই আয়োজক সংস্থার জানিয়েছে আক্রমণকারী ওই সমর্থক তাদের নয়। অন্যদিকে কলকাতা প্রেস ক্লাবের অন্দরে এই ঘটনার নিন্দা করেছে কলকাতা প্রেসক্লাবও।

৬০ বছর রাজত্ব করেও কংগ্রেস অসমের জনতাকে স্বস্তি দেওয়ার মতো ভালো কাজ করতে পারেনি : সনোয়াল

গুয়াহাটি, ২৪ মার্চ (হি.স.) : অসমকে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর অবদানের কথা অসমবাসী কখনও ভুলতে পারবেন না। ৬০ বছর ধরে রাজত্ব করেও কংগ্রেসের কোনও মন্ত্রী, বিধায়ক অসমের জনতাকে স্বস্তি দেওয়ার মতো কোনও ভালো কাজ করতে পারেনি। বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বুধবার বিহপুরিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে এক বিশাল নির্বাচনী সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, অসমীয়া জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ঐতিহ্য ও গৌরব রক্ষার জন্য অসম সরকারকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তরিকভাবে সহায়তা করে আসছেন। তার ফলেই অসম দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। অসমে শান্তি ফিরে আসার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অসমের জনতার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সরুপথারে বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ ফুকনের হয়েও বিশাল নির্বাচনি সভায় অংশগ্রহণ করেন। ভাষণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকারের শাসনকালে অসমের জনগণ বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা সুফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কংগ্রেসের শাসনকালে চাকরির জন্য ঘুষ দিতে হতো। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দরিদ্র পরিবারের মেধাবী প্রার্থীরা মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেতে সক্ষম হচ্ছেন।

বিজেপি সরকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মহান মনীষীদের রাজ্য পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন, শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান, পাকা রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ ক্ষমতা লাভের জন্য আজ একত্রিত হয়েছে। এই দুই দলের লক্ষ্য হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ এনে অসমে সংস্থাপিত করা। অসমের জনগণকে সম্মিলিতভাবে এর বিরোধিতা করার আহ্বান জানান তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দেরগাঁও, মাজুলির কয়েকটি নির্বাচনি সভায় অংশগ্রহণ করে ভাষণ দিয়েছেন।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ওই মাসে ১৩,২৮৩ মেট্রিকটন চাল সরবরাহ করা হয়েছে। তছাড়াও ৫০,০০০ দরিদ্রতম এপিএল রেশনকার্ডধারী পরিবারকে দুই মাসের নিয়মিত বরাদ্দের চাল সম্পর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে।

হয়েছে

● প্রথম পাতার পর

১৫টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় ডিপোজিট ফ্রি রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে বলে খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব আজ রাজ্য বিধানসভায় জানিয়েছেন।

বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার এক প্রশের লিখিত উত্তরের তিনি জানান, আই ও সি এল কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে আরও ১ কোটি পরিবারকে নতুন সংযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া আছে রাজ্যের এমন ৫,৪৫৩টি পরিবারকে এই যোজনায় গ্যাসের সংযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঠিকাদার

● প্রথম পাতার পর

জমিতে গ্রামের চেয়ারম্যান শ্রী শিমুল চাকমার বাড়িতে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। তখন তিনি সেখানে গিয়ে দাবি করেন যে, তার চুরি হয়ে যাওয়া ইটগুলি এই বিল্ডিং নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় তিনি সেই বাড়িতে ঢুকে এই ব্যাপারে শিমুল চাকমার স্ত্রী সুচিন্তা চাকমার সাথে তীব কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, মহিলাও একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন যে, বিকাশ দাস বলপূর্বক তার হাত ধরে টানেন, শরীরে হাত লাগান এবং যৌন আক্রমণের চেষ্টা করেন। এই টানা হেঁচড়াতে মহিলার শাঁখা ভেঙ্গে যায়। যখন বাড়ির অন্যান্য মহিলারা রুখে দাঁড়ায় তখন বিকাশ দাস পালিয়ে যান। মহিলার বিবৃতি অনুযায়ী বিকাশ দাস পড়ে গিয়ে আহত হন। মহিলার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে পৃথক একটি মামলা দায়ের করা হচ্ছে বিকাশ দাসের বিরুদ্ধে। বিকাশ দাসের গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও পরে তার গাড়িটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে আরও তদন্ত চলছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, বিকাশ দাস আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে, আগরতলা প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। এনএসইউআই সহ সভাপতি সম্রাট রায়ও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

দলের সদস্যকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন, অথচ আমার ক্ষেত্রে সময় কম অজুহাত দেখাচ্ছেন। তিনি তীব্র ক্ষোভের সুরে বলেন, বিধানসভার সদস্য হিসেবে আইন এবং এক্তিয়ার সম্পর্কে আমাদেরও সম্যক ধারণা রয়েছে। ফলে, বিরোধী দলের সদস্যদের যতটা অধিকার রয়েছে, আমাদের ঠিক ততটাই কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু, আপনার আচরণ ভীষণ অদ্ভুত লাগছে।

তাতে অধ্যক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিমানে সুধাংশু প্রশ্নকর্তা হয়েও কোনও অতিরিক্ত প্রশ্ন করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত, গতকালও বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস শূন্যকালে অধ্যক্ষের কাছে একটি বিষয় উত্থাপনের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সময়ের অভাব অজুহাত দেখিয়ে তাঁকেও অনুমতি দেননি। পরবর্তীতে অধ্যক্ষ চলে যাওয়ার পর উপাধ্যক্ষ দায়িত্ব নেন এবং তিনিও আশিস দাসকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেননি। তাতে, বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ তীব্র আপত্তি জানান এবং বিধানসভায় নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করার অধিকার কারোর নেই তা মনে করিয়ে দেন। সাথে তিনি প্রস্তাব রাখেন, সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে শূন্যকালে কোনও বিষয় উত্থাপন করা যাবে না এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সকলের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ সার্থক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন, চাঁচুবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয় গুণমানের স্বীক'তি দেওয়া হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালে নির্মিত নতুন এম সি এইচ ওয়ার্ডের শীঘই উদ্বোধন হবে। আয়ুমান কার্ডে এখন পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৪ হাজার জন রোগীকে চিকিৎসার জন্য ৩৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (ত্রিপুরা) মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে যক্ষা রোগ নির্মলীকরণের ডাক দিয়েছেন। রাজ্যেও সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার নীচে যেসব রাজ্য রয়েছে তারমধ্যে ত্রিপুরা টিবি রোগ প্রতিরোধে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সিকিম রয়েছে প্রথম স্থানে। আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ত্রিপুরাকে দ্বিতীয় স্থানের জন্য পুরস্ক'ত করছে। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক টিবি রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে রৌপ্য পদকে পুরস্ক'ত করছে। তিনি বলেন, রাজ্যে টিবি রোগ যাতে দ্রত ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ট্রনেট ও সিভিনেট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, আই জি এম হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী ছাড়াও চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যক্ষা রোগী হরলাল দেবনাথের হাতে নিক্ষয় পোষণ যোজনায় ৩ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। তাছাড়া ৫ জন টিবি চ্যাম্পিয়ন রোগী, কোভিড ভ্যাকসিনে ভালো কাজ করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে, এন টি ই পি প্রকল্পে ৮ জেলাকে, ২ জন বরিষ্ঠ নাগরিককে কোভিড ভ্যাকসিন শংসাপত্র, ইউ এন ডি পি এবং হু-এর পক্ষ থেকে টিবি রোগ প্রতিরোধে ভালো কাজ করার জন্য ডা. নবজ্যোতি চাকমা সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের পুরস্ক'ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ শংসাপত্র তুলে দেন।

দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে বলা হয়েছে শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করার জন্য। আরো বলা হয়েছে পূর্বতন সরকারের পর রাজ্যে রেগা মজুরি ১৭৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫ টাকা করা হয়েছে। এতে লাভ হয় নি রেগা শ্রমিকদের। এবং অধিকাংশ রেগা কাজ মেশিন দ্বারা করা হচ্ছে।

ফলে শ্রমিকদের উপর প্রভাব পড়ছে। তাই শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি এবং কাজের দিন বৃদ্ধি করার দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। যাতে মানুষের হাতে পয়সা আসে। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান আর্থিক অবস্থা গত তিন বছরে কি পর্যায়ে রয়েছে তার জন্য শ্বেতপত্র সামনে আনতে দাবি জানানো হয়েছে। প্রয়োজনের নীতি আয়োগ আনার জন্য বলা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা ১০,৩২৩ শিক্ষকদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরবর্তী সময়ে চাকরিতে নতুনভাবে নিযুক্তির জন্য বয়সের ছাড় দেওয়ার জন্য। লিখিত পরীক্ষা লাগবে না মৌখিক পরীক্ষা হলে হবে এমন কিছু বলা হয়েছে বলে তিনি জানেন না বলে স্পষ্ট জানান। কিন্তু সরকার কেন এটা করছে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না বলে জানান। কারণ রাজ্যে পূবর্তন সরকার অশিক্ষক পদে ১৩ হাজার পদ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তা বাতিল করে দেয় বর্তমান সরকার। তাই পুনরায় সেই পদগুলি আনার জন্য বললেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

এবং কমলা চৌধুরী-কে ওই মামলায় গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। ঘটনার তদন্ত জারী আছে। এদিন তিনি বাদল চৌধুরী-র উপর আক্রমনের নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, জনপ্রতিনিধি-দের উপর এধরনের ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসন ওই ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তবে, এ-ধরনের ঘটনা এড়াতে সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

চাকমাঘাটে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন ইতিপূর্বে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছিল। এই ব্রাউন সুগার বাণিজ্যের সঙ্গেসে জড়িত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করা হলেও তাকে আটক করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ পুলিশ তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নেশা কারবারে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম ধাম উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

লকডাউনের এক বছর পার করেও যেন আটকেই রয়েছে খেলাধুলো

নয়াদিল্লী, ২৪ ফেব্রুয়ারী।। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরুর আগে বিরাট কোহলী বলছিলেন, ''কখন, কোথায় আটকে দেওয়া হবে আমরা জানি না। ভবিষ্যতেও এই জৈব সুরক্ষা বলয় থেকে বেরোতে পারব কি না তাও জানি না। শুধু শারীরিক বাধা নয়, এ যেন এক প্রকার মানসিক ভাবেও আটকা পড়ে যাওয়া।'' লকডাউনের এক বছর পার করেও যেন আটকেই রয়েছে খেলাধুলো।২৩ মার্চ, ২০২০। ভারত জুড়ে শুরু হল লকডাউন। থেমে গেল আই লিগ। পিছিয়ে দেওয়া হল আইপিএল। খেলোয়াড়রা আটকা পড়লেন চার দেওয়ালের মাঝখানে। ছুটে বেড়ানো যাঁদের রোজকার অভ্যেস তাঁরা সকলে গৃহবন্দি।১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০। যে দেশের মানুষের কাছে ক্রিকেট ধর্ম, ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সেই ক্রিকেটেরই যেন দারস্থ হল সকলে। তবে দেশের মাটিতে নয়, দুবাইয়ে শুরু হল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। শুরুর আগে চেন্নাই সুপার কিংস দলের বেশ কিছু ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় টুর্নামেন্ট নিয়েই আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। তবে সেই বাধা টপকে দর্শকহীন মাঠে অনুষ্ঠিত হল আইপিএল।শুধু দর্শকহীন হওয়াই নয়, বেশ কিছু নিয়ম পাল্টে গেল ক্রিকেটে। বলে থুতু লাগানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা। টসের সময় হাত মেলানোতে নিষেধাজ্ঞা। ম্যাচের সময় বোলারের টুপি, চশমা, রুমাল ধরবেন না আম্পায়ার। এমন বেশ কিছু নিষেধ নিয়েই মাঠে ফিরল ক্রিকেট। স্বস্তি পেলেন ক্রিকেটাররাও।

তবে কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন। জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে ক্রিকেটারদের মানসিক স্থিতি নিয়ে উঠতে শুরু করল প্রশ্ন।কোহলী শোনালেন সাবধানবানী। তিনি বললেন, ''পরিস্থিতি এমন না হয়ে যায়, যে ক্রিকেটার মানসিক কাঠিন্য দেখাতে পারবে এই সময়, শুধু সেই খেলতে পারবে। না পারলে সরে যেতে হবে অন্য কাউকে সুযোগ করে দিয়ে। সেটা বোধ হয় ক্রিকেটের জন্য ভাল হবে না।'' রবি শাস্ত্রী যদিও জানিয়েছিলেন জৈব সুরক্ষা বলয় আরও মজবুত করেছে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক।ক্রিকেটে কিছু পরিবর্তন এনে শুরু করা গেলেও চিন্তায় পড়লেন অন্য খেলোয়াড়রা। টোকিয়ো অলিম্পিক্স পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপাতত ঠিক হয়েছে এই বছর ২৩ জুলাই থেকে শুরু হবে সেই প্রতিযোগিতা, বিদেশি দর্শকহীন ভাবে। যে খেলোয়াড়রা টিকিট জোগাড় করে ফেলেছেন তাঁরা চিন্তামুক্ত। যাঁরা পারেননি তাঁদের কী হবে?ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়াল যেমন এখনও অনিশ্চিত। শুরুর দিকে যখন একের পর এক প্রতিযোগিতা বাতিল হচ্ছে সকলে তা গ্রহণ করেছিলেন প্রাণের ঝুঁকির কথা ভেবে। সময় যত এগিয়েছে তত চিন্তা বেড়েছে। তাইল্যান্ড ওপেনে নামার আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সাইনা। শেষ পর্যন্ত খেলতে নামার সুযোগ পেলেও ছিটকে যান দ্বিতীয় পর্বেই। অল ইংল্যান্ড ওপেনে প্রথম পর্বেই থেমে যেতে হয় চোটের জন্য। অলিম্পিক্সের আগে টোকিয়োর টিকিট জোগাড় করতে পারবেন তো তিনি? উত্তর অজানা।টোকিয়োর টিকিট জোগাড় করতে পারবেন তো সাইনা?শুধু সাইনা নন, অনিশ্চয়তা আজও গ্রাস করে রয়েছে ভারতীয় ক্রীড়া জগতে। মার্চ মাসের শুরুতেই স্পেনে একটি বক্সিং প্রতিযোগিতার ফাইনালে গোটা ভারতীয় দল ছিটকে যায় একজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায়। কোচ বলেন, ''কিছু করার নেই। থুতনিতে ঘুষি খেলাম, এগিয়ে যেতে হবে।'' যে সব মুষ্টিযোদ্ধারা টিকিট পেয়ে গিয়েছেন তাঁদের অনুশীলনও বন্ধ হয়ে যায় লকডাউনে। যে দেশে লকডাউন কিছুটা হলেও শিথিল সেখানে চলে যান তাঁরা।শুটাররা এখন বিশ্বকাপের মঞ্চে লড়ছেন দিল্লিতে। এক বছর কোনওরকম প্রতিযোগিতায় অংশ না নিয়েও ছন্দে রয়েছেন তাঁরা। টেবিলটেনিসে অলিম্পিক্সের টিকিট জোগাড় করে ফেলেছেন সরথ কমল, মনিকা বাটরারা। ২৩ মার্চ, ২০২১। কঠিন লড়াই লড়ছে ক্রীড়া জগত তার মাঝেও হাসি ফোটালেন কোহলীরা। পুণেতে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারত। সব ধরনের খেলাতেই ধীরে ধীরে ফুটছে আশার আলো। লকডাউনের এক বছর পার করে সচল হচ্ছে ক্রীড়া জগত

পর্তুগালের জার্সিতে দেখা যাবে 'অন্য রোনালদোকে'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পর সবশেষ ম্যাচে হেরে লিগ শিরোপা ধরে রাখাও কঠিন হয়ে পড়েছে ইউভেন্তুসের। ক্লাবের এমন পথ হারানোয় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। তবে এর প্রভাব তার জাতীয় দলের পারফরম্যান্সে পড়বে না বলেই মনে করেন পর্তুগাল জাতীয় দলের কোচ ফের্নান্দো সান্তোস। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার নিজেকে শতভাগ উজাড় করে দিতে প্রস্তুত বলেও বিশ্বাস কোচের। ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে দুইটায় সফরকারী আজারবাইজানের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আগে সবশেষ ম্যাচের স্মৃতিটা সুখকর নয় রোনালদোর। লিগ ম্যাচে গত রোববার ঘরের মাঠে দুর্বল বেনেভেন্তোর বিপক্ষে ১-০ গোলে হারে ইউভেন্তুস। ওই ম্যাচে দলের পাশাপাশি রোনালদোর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ছিল সাদামাটা। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় শেষ যোলোয় পোর্তোর মাঠে হারের পর ফিরতি লেগে জিতলেও অ্যাওয়ে গোলে পিছিয়ে ছিটকে পড়ে ইউভেন্তুস। ঘরের মাঠে ওই ম্যাচেও রোনালদো ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। দলটির ছিটকে পড়ায় তাই অনেকে তার দিকে তুলছেন অভিযোগের আঙুল। তবে জাতীয় দলে রোনালদোকে স্বরূপে পাওয়া যাবে বলে সান্তোসের বিশ্বাস। ''জাতীয় দলে ক্রিস্তিয়ানো সবসময়ই একই লক্ষ্য, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আসে।'' ''জাতীয় দলে সে সবসময় শতভাগ নিংড়ে দেয়মানসিকভাবে এই মুহূর্তে সে কোনোরকম সমস্যায় আছে বলে আমি মনে করি না।'' চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ইউভেন্তুস বিদায় নেওয়ার পর রোনালদোর দলবদল নিয়ে শুরু হয় নানা গুঞ্জন। ৩৬ বছর বয়সী তারকার ভবিষ্যৎ ঠিকানা হিসেবে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে তার সাবেক ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের নাম। 'বন্ধুসম' রোনালদোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুশি হবেন বলেও জানান সান্তোস। ''ব্যক্তিগতভাবে আমি ক্রিস্তিয়ানোকে পরামর্শ দেই। যখন তার বয়স ১৮, তখন আমি তার প্রধান কোচ ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা অনেক কাছের।'' ''আমরা পরস্পরের সঙ্গে প্রচুর কথা বলি, কিন্তু এগুলো বন্ধুদের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত আলাপ। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কোচ-খেলোয়াড়ের নয়। তবে যখন সে জাতীয় দলে থাকে তখনকার ব্যাপারটা আলাদা। সে যদি আমার কোনো পরামর্শ চাই, তাহলে আমি আমার ভাবনা তাকে জানাব।''

চোটে মাঠের বাইরে ক্রুস

এ যাত্রায় বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলা হচ্ছে না টনি ক্রুসের। চোট পেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন জার্মানির এই মিডফিল্ডার। তার অ্যাডাক্টর চোটের বিষয়টি মঙ্গলবার এক টুইটার বার্তায় দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ৩১ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদ তারকা স্পেনে ফিরে যাবেন বলেও জানানো হয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার সফরকারী আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে জার্মানি। তিন দিন পর ইওয়াখিম লুভের দলের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক রোমানিয়া। আগামী ৩১ মার্চ ২০১৪ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা খেলবে সফরকারী নর্থ মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে। ক্রুসের চোট দুশ্চিন্তা হয়ে এসেছে রিয়ালের জন্যও। মৌসুমে দলটির সেরা পারফরমারদের একজন

তিনি। গত শনিবার লা লিগায় সেস্তা ভিগোর বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানের জয়ে করিম বেনজেমার দুটি গোলেই ছিল তার অবদান।

দুই সপ্তাহের আন্তর্জাতিক বিরতির মাঝেই তার সুস্থতা কামনা করবে মাদ্রিদের দলটি।

কেননা আগামী ৬ ও ১৪ এপ্রিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে জিনেদিন জিদানের দলের প্রতিপক্ষ লিভারপুল। এর মাঝে ১০ এপ্রিল লিগে তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা।

ভুলতে পারেননি জার্মানির কোচ ওয়াকিম লো

নভেম্বরে নেশনস লিগে স্পেনের কাছে ০-৬ হারটা ভুলতে পারেননি জার্মানির কোচ ওয়াকিম লো। আপাতত তাঁর লক্ষ্য বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের প্রথম তিনটি ম্যাচেই জিতে সমর্থকদের হতাশা আস্থা ফেরানো। বৃহস্পতিবার ডুলসবার্গে জার্মানি খেলবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে। রবিবার তাদের প্রতিপক্ষ রোমানিয়া। তার পরের ম্যাচ উত্তরম্যাসিডোনিয়ার সঙ্গে।প্রথম ম্যাচের আগে লো দলে নিয়েছেন ১৮ বছরের জামাল মুসিয়ালা ও ১৭ বছরের ফ্লোরিয়ান রিটজকে। জার্মান কোচের মন্তব্য, ''আমরা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বছরটা দারুণ কিছু করেই শুরু করতে চাই। লক্ষ্য থাকবে সমর্থকদেরও খুশি করা। দলের মনোবল বাড়াতে প্রথম তিনটি ম্যাচই জেতাটা জরুরি।'' কিছু দিন আগেই লো ঘোষণা করেন, ইউরো কাপের পরেই তিনি জার্মানির দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। ১৫ বছর টানা জার্মানির কোচ থাকার পরে তিনি সরে যাচ্ছেন। ইউরো হবে ১১ জুন থেকে ১১ জুলাই। লো ভাল করেই জানেন, ছ'মাস আগে স্পেনের কাছে ০-৬ দুরমুশ হওয়াটা জার্মানির ফুটবলের হৃদয়ে ধাক্কা দিয়েছে। ১৯৩১-এর পরে এত বড় পরাজয় আর কখনও বরণ করেনি জার্মানি। এই হারের পরে এক জার্মান পত্রিকার সমীক্ষায় দেখা যায়, ৮৯ শতাংশ মানুষই মনে করছেন লো এখনকার জার্মানি দলটিকে নতুন করে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। জার্মানির টিম ডিরেক্টর অলিভার বিয়েরহফ বলেও দিয়েছেন, স্পেনের কাছে ওই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতেই হবে। কে বলবে, ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া জার্মানির নায়ক ছিলেন চাণক্য লো। তার পর থেকে খুব ভাল সময় যায়নি দলটার। ৬১ বছর বয়সি কোচ নানা বিতর্কেও জড়িয়েছেন। থোমাস মুলারদের তিনি দল থেকে থেকে বাদ দেওয়ার পরে সমালোচনার মুখে পড়েন। লো-র সামনে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার শেষ সুযোগ ইউরোয়। জার্মান ফুটবল মহলের ধারণা, তিনি নিশ্চিত ভাবেই চাইবেন, জাতীয় দল থেকে নিজের বিদায়টা স্মরণীয় করে রাখতে। তাঁর দলের যোদ্ধারাও চান এত দিনের গুরুকে সর্বোচ্চ সম্মানের বিদায় জানাতে। প্রহরী ম্যানুয়েল নয়্যার যেমন এ দিন বলেছেন, ''আমাদের প্রত্যেকের উচ্চাশা রয়েছে এবং মুকুট পরিয়ে লো-কে বিদায় জানাতে চাই।'' বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক মেনে নিচ্ছেন, লো-র বিদায়ী সুর তাঁদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করছে। বলছেন, ''লো নিজেও খুব মরিয়া দারুণ ভাবে তাঁর জার্মানির সঙ্গে কোচিং জীবন শেষ করার জন্য। ''লো বরাবরের মতোই দারুণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে ভাবেই হোক দারুণ ফল করে বিদায় নিতে চান।'' জার্মানির সাম্প্রতিক খারাপ ফলের কথা মাথায় রেখে নয়্যার যোগ করছেন, ''কোচ ঠিকই বলেছেন। আমরা সকলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছি। আমরা আর কোনও ভুল করার জায়গায় নেই। নিজেদের সেরাটা দিতেই হবে।

বিসিবিকে নিয়ে সাকিবের এক মন্তব্যে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে

বাংলাদেশের ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি এখন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের দিকে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ চললেও পাদপ্রদীপের আলোয় সাকিব। ফেসবুক লাইভে বিসিবিকে নিয়ে তার এক মন্তব্যে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়াঙ্গনে।এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সদ্যজাত সন্তান ও স্ত্রীকে রেখে দেশে ফিরেছেন সাকিব। একদিন বিশ্রামের পর বুধবার সকালে অনুশীলনে যোগ দিলেন তিনি।৩৪তম জন্মদিনের সকালে বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডারকে দেখা গেল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ব্যাটিং-বোলিং অনুশীলন করলেন তিনি ইনডোরের পাশের নেটে।কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলে খেলতে আগামী ১ এপ্রিল ভারতে যাবেন সাকিব। এ টুর্নামেন্টের আগে নিজেকে একটু ঝালিয়ে নিতে মঙ্গলবার ভোর রাতে তিনি দেশে ফেরেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। মঙ্গলবার রাতে বোনকে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন।বুধবার সকালে মিরপুরে বিসিবির ফিজিও বায়েজিদুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় সাকিবকে। গত মাসের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের সময় কুঁচকিতে চোট পাওয়ায় তিনি খেলতে পারেননি দ্বিতীয় টেস্টে।সবারই ধারণা ছিল-মূলত সাকিবের লাইভ নিয়ে যে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি হয়েছে

ক্রিকেট বোর্ডে, তার সুরাহা করতেই বুঝি এভাবে দেশে চলে আসা তার। এমন গুঞ্জনও শোনা যায়, মঙ্গলবার রাতে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সঙ্গে দেখা করবেন সাকিব। কিন্তু রাতভর অপেক্ষা করেও সাংবাদিকরা সাকিবের দেখা পাননি।গত কয়েক দিন সাকিব আলোচনায় ছিলেন একটি সাক্ষাতারকে ঘিরে। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকফ্রেঞ্জির আয়োজনে ফেসবুকে একটি ভিডিও সাক্ষাতারে গত শনিবার সাকিব বিসিবির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তোলেন। কাঠগড়ায় দাঁড় করান বিসিবি পরিচালক ও দেশের সাবেক দুই অধিনায়ক আকরাম খান ও নাঈমুর রহমানকে।সাকিবের কথার সমর্থনে কথা বলেন সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজাও। তিনিও বিসিবিকর্তাদের খবরদারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

রোনাল্ড দল পরিবর্তন করতে পারে: জিদান

একাধিকবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ড রিয়েল মাদ্রিদে আবার আসতে পারেন জুভেন্তাস দল ছেড়ে। সেই গুঞ্জনকে এবার অনেকটাই এগিয়ে রাখলেন কোচ দিনেদিন জিদান।তিনি বলেন, যেভাবে রোনাল্ড জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে তাতে এই ভাবনাটা খুব একটা অমূলক নয়। তারপরে জুভেন্তাস দলের হয়ে খেলতে নেমে তিনি সাফল্য পাচ্ছেন। এমনকি ক্লাবের কর্মকর্তারাও রোনাল্ডকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছেন। তার প্রধান কারণ অনেক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে রোনাল্ডর জন্য।সেই অর্থের বিনিময়ে তার খেলা যদি দেখতে না পাওয়া যায় এবং দলের সাফল্যকে তিনি যদি তুলে না আনতে পারেন তাহলে তারকা ফুটবলারের পিছনে দৌড়ে কোন লাভ হবে না। আরও এক বছর দলের সঙ্গে রোনাল্ডর চুক্তি থাকলেও জুভেন্তাসের কর্মকর্তারা বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে তাকে হয়তো ছুটি দেওয়া হতে পারে তখনই রিয়েল মাদ্রিদের যাওয়ার প্রশ্নটা থাকবে রোনাল্ডর।কোচ জিদান চেষ্টা করছেন এখন থেকেই রোনাল্ডর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দলে টানতে। যখনই জিদান তার চলে আসার সম্ভাবনাকে প্রকাশ্যে এনেছেন, সেই জন্যই অনেকে আশা করছেন রোনাল্ড দল পরিবর্তন করছেন।

হাল না ছাড়া কণ্ঠে ইব্রাহিমোভিচ

কবীর সুমনের বিখ্যাত ''হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে'' গানটি তাঁর ক্ষেত্রেই মানানসই। খেলোয়াড় জীবনে দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করা জাতান ইব্রাহিমোভিচ ৩৯ বছর বয়সে নিজের জন্য নতুন লক্ষ্য স্থির করলেন। পাঁচ বছর পর অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরে তিনি জানালেন যে সুইডেনের হয়ে ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। ৪১ বছর বয়স তাঁর কাছে কোনও বাধা হবে না বলেই মনে করেন তারকা ফুটবলার।২০১৬ সালের ইউরো কাপ খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। পাঁচ বছর পর ফের সুইডেন দলে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিয়েছেন কিংবদন্তি ইব্রা। এই মুহূর্তগুলো যে তাঁর কাছে কতটা গর্বের, তা মুখে প্রকাশ করতে না পেরে আবেগে কেঁদেই ফেলেন ৩৯ বছরের বিশ্ব কাঁপানো ফুটবলার। জানান যে অবসর নেওয়ার এত

বছর পরেও যে তিনি জাতীয় দলে ডাক পাবেন, তা তাঁর ভাবনাতেই ছিল না। এতে তাঁর পরিবারও দারুণ খুশি বলে জানিয়েছেন এসি মিলানের ফরোয়ার্ড।এখনও পর্যন্ত সুইডেনের হয়ে ১১৬টি ম্যাচ খেলে ৬২টি গোল করেছেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। ২০২০ সালের শেষ লগ্নে তিনি অবসর ভেঙে ফের আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইব্রার সঙ্গে কথা বলতে মিলানে ছুটে গিয়েছিলেন সুইডেন দলের কোচ অ্যান্ডারসন। ৩৯ বছরের তারকা ফুটবলার জানিয়েছিলেন যে বর্তমান সুইডেন দলের খেলা দেখে তিনি ততটা সন্তুষ্ট নন। আর সে জন্যই তিনি ফের জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চান বলে জানিয়েছিলেন ইব্রাহিমোভিচ।দেশের হয়ে ম্যাচ জেতাই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। তই বেশি কথা না বলে তিনি যা করার মাঠে নেমেই করবেন বলে জানিয়েছেন ৩৯ বছরের তারকা। সুইডেন ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ইব্রা।

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref :- Srinagar P/S GDE No. 24 Dt- 23/03/2021

পাশের ছবিটি শ্রীমতি নমিতা দেবরায়, স্বামী শ্রী বিপ্লব শীল, সাং - আনন্দনগর, ৫নং পাড়া, থানা - শ্রীনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩৪ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমণ্ডল - গোলাকার, পরনে - লাল রঙের চুড়িদার। গত ২১/০৩/২০২১ ইংরেজি তারিখ আনুমানিক সকাল ৮টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল ঃ- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা ঃ- ০৩৮১-২৮৬-১৩২২

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1713/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বুধবার আইজিএম হাসপাতালে বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নই বিজেপির সংকল্প, আপ্রাণ চেষ্টা করব ঃ প্রধানমন্ত্রী

কাঁথি, ২৪ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নই বিজেপির সংকল্প, সেই লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে বিজেপি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির জনসভা থেকে বঙ্গবাসীকে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট নিয়ে যেমন তোপ দেগেছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তেমনই জবাব দিয়েছেন বহিরাগত আক্রমণের। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন এ রাজ্যের ভূমিপুত্রই। বুধবার কাঁথি রেলস্টেশনের প্রভূতি মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালনে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। এই ভোটে যাঁরা প্রথমবার ভোট দেবেন, তাঁদের জন্যও এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবকদের সামনে আগামী ২৫ বছরের পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের দায়িত্ব। তার জন্যই আসল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সোনার বাংলা গড়ার কথা এখানকার সবাই শুনছেন। বাংলার প্রতি ঘর থেকে, সবার মুখে একটাই আওয়াজ উঠছে। ২ মে দিদি যাচ্ছেন। আসল পরিবর্তন আসছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দিদি এখনও তাঁদের কাছে জবাব দিতে পারেননি, যাঁদের ঘর বাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল আমফানে। বাংলার মানুষ দিদিকে জিজ্ঞেস করছে, যারা আমফানের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা কেন কিছু পেল না? সাধারণ মানুষের চাল কোথায় গেল? কেন সাধারন মানুষ এখনও আমফানে ভেঙে যাওয়া ঘরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন? ভাইপো উইন্ডোয় কাটমানির টাকা ঢুকেছে। দিদির খেলা ধরা পড়ে গিয়েছে। যখন প্রয়োজন, তখন দিদি দেখেন না। আর ভোট আসলে উনি বলেন, দুয়ারে সরকার। এটাই আপনার খেলা। পশ্চিমবঙ্গের শিশুরা পর্যন্ত আপনার খেলা বুঝে গিয়েছে। এই জন্যই ২ মে দিদিকে দুয়ার দেখিয়ে দেবে। মানুষ আপনাকে দরজা দেখিয়ে দেবে। মেদিনীপুরে এসে দিদি বারবার নাটক করছেন। কিন্তু দিদি সেইসব মানুষদের কোনও উত্তর দিতে পারছেন না, যারা আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও কিছু সাহায্য পায়নি।'

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তৃণমূলের খেলা শেষ হবে। আর বিকাশ আরম্ভ হবে। বাংলার বিকাশ এটা বিজেপির সংকল্প। এর জন্য বিজেপি আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এটা আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি। বাংলার মানুষ কুশাসনের জবাব দিতে তৈরি। মা-বোনেরা তৃণমূলকে সাজা দিতে তৈরি। তৃণমূলের খেলা শেষ হবে। উন্নয়ন শুরু হবে। বাংলায় হবে শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থান। বাংলার উন্নয়নই বিজেপির সংকল্প। তাই বাংলায় দরকার বিজেপি সরকার।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বাংলার কৃষকরা তাঁদের উপর হওয়া দিদির অন্যায়কে কখনওই ভুলতে পারবেন না। দিদি তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিএম সম্মান নিধি থেকে বাংলা কৃষকদের বঞ্চিত করেছেন। তৃণমূল সরকার কিছু করেনি। উন্নয়ন আনবে ডবল ইঞ্জিন সরকার। বঙ্গ বিজেপি নেতাদের ধন্যবাদ। সংকল্প পত্রের জন্য ধন্যবাদ। ২ মে বাংলায় বাধার প্রাচীর ভেঙে যাবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে গত তিন বছরের টাকা মিলবে।'

কাঁথির জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এবার বাংলার মানুষ ডাবল ইঞ্জিল সরকার তৈরি করবে। এর লাভ মেদিনীপুরবাসীরা পাবেন। এর লাভ কৃষকরা পাবেন। এর লাভ বাংলার সমস্ত মা-বোনেরা পাবেন। এর লাভ সমস্ত মৎস্যজীবীরা পাবেন।' বহিরাগত নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মোদী বলেছেন, 'যে পশ্চিমবঙ্গ পুরো ভারতকে বন্দে মা তরম-এর স্লোগান শিখিয়েছে, দিদি সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে বহিরাগত বলছেন? বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগররা বলেছেন, আমরা সবাই ভারতমাতার সন্তান। এখানে কোনও ভারতবাসী বহিরাগত নয়। সবাই ভারতমাতার সন্তান। যে বাংলা থেকে গুরুদেব সব ভারতবাসীকে এক মালা পরিয়েছিলেন, এই বাংলা থেকেই যে গুরুদেব পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাঠা... বলেছিলেন, আমরা সেটাই বলি সব সময়। সেই বাংলায় আপনি বহিরাগতর কথা বলছেন দিদি? পর্যটক বলা হচ্ছে, অপমান করা হচ্ছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভূমিতে কাউকে বহিরাগত হিসেবে দেখতেন না। বাংলায় যে বিজেপি-র সরকার আপনারা বানাতে চলেছেন, তার মুখ্যমন্ত্রী এখানকার ভূমিপুত্রই হবেন।'

মমতাকে কটাক্ষের সুরে মোদী বলেছেন, 'দিদি আপনি সবসময় বলেন "খেলা হবে"। আমরা খেলব না, আমরা মানুষের সেবা করব। বিজেপি-র একটাই মন্ত্র, গরিবের রোজগার, গরিবের বাড়ি, গরিবের সম্মান। দিদি, বাংলার মানুষ আপনার খেলা বুঝে গিয়েছেন।

জনস্বার্থে ফের সরব হবেন বিরোধীরা আমরা ভয় পাই না ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স.): একটি বিল ঘিরে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়েছিল বিহার বিধানসভায়। রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর বিধায়কদের মারধর করে, টেনে-হিঁচড়ে বিধানসভার ভিতর থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে। মাথায় চোট পেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন বিধায়ক সতীশ কুমার। আহত হয়েছেন আরও কয়েক জন। মঙ্গলবারের এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী বুধবার টুইট করে জানিয়েছেন, 'জনস্বার্থে ফের সরব হবেন বিরোধীরা, আমরা ভয় পাই না!' একইসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে খোঁচা দিয়ে রাহুল গান্ধী টুইট করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী (নীতীশ কুমার) পুরোপুরি আরএসএস/বিজেপিময় হয়ে গিয়েছেন।'

বিহার বিধানসভায় মঙ্গলবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে বুধবার সকালে টুইট করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। রাহুল টুইটারে লেখেন, 'বিহার বিধানসভার লজ্জাজনক ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার মুখ্যমন্ত্রী (নীতীশ কুমার) পুরোপুরি আরএসএস/বিজেপিময় হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা গণতন্ত্রকে অপমান করেন, তাঁদের সরকারে থাকার কোনও অধিকার নেই। বিরোধীরা আবারও জনস্বার্থে সরব হবেন, আমরা ভয় পাই না!'

উল্লেখ্য, ঘটনার সূত্রপাত 'বিহার স্পেশাল আর্মড পুলিশ বিল ২০২১' ঘিরে। এই বিলে এমন ধারা রয়েছে, যাতে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই কারও বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পারে বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারে। বিলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিধানসভার অধিবেশন ব্যাহত করার চেষ্টা করেন বিরোধী আরজেডি-র বিধায়করা। তার জেরে দফায় দফায় অধিবেশনের কাজ ব্যাহত হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা ওয়াকআউট করার পর বিল পাশ হয়ে যায় বিধানসভায়। তার পরেও বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্পিকার বিজয়কুমার সিংকে চেম্বারে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তেজস্বী যাদবের দলের বিধায়করা। দীর্ঘক্ষণ স্পিকার এ ভাবে আটকে থাকার পর ময়দানে নামে পুলিশ। কার্যত মারতে মারতে, কাউকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করে দিতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। ঝাড় গ্রামের সংস্কৃতিকে আরও উন্নত, প্রসারিত করা দরকার : মধুজা সেন রায়

হরিয়ানায় প্রকাশ্যে হোলি বাতিল, থাকছে আরও নিষেধাজ্ঞা

চন্ডীগড়, ২৪ মার্চ (হি.স.): আশঙ্কা সত্যি করে প্রতিদিনই একটু একটু করে ভয় বাড়াচ্ছে করোনা। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতে। আতঙ্ক শুরু হয়েছে গিয়েছে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে হোলি, শব-এ-বরাত এবং নবরাত্রি উৎসব পালনের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এবার হরিয়ানাতেও প্রকাশ্যে বাতিল করা হল রঙের উৎসব। বুধবার হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, 'করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, হরিয়ানার প্রকাশ্যে হোলি উৎসব বাতিল করা হয়েছে।'

বিনা পয়সায় অযোধ্যা ঘোরাব, জিতেন্দ্র তিওয়ারির মন্তব্যে শোকজ কমিশনের

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি. স.) : বেফাঁস মন্তব্য করায় বিপাকে পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কমিশনের শোকজের মুখে পড়েছেন তিনি। নির্বাচনের আগেই প্রচারে বেড়িয়ে গত সোমবার তিনি জানান, এবারে ভোটে জিতলে প্রবীণদের বিনা পয়সায় অযোধ্যা ঘোরাতে নিয়ে যাবেন। আর এতেই কমিশনের রোষনজরে পড়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। ভোটপ্রচারের নামে ধর্মীয় আশ্বাস কিংবা কোনও ধর্মের ভিত্তিতে ভোট পাওয়া যায় না। আর জিতেন্দ্রর মন্তব্য ভালো চোখে দেখেনি কমিশন। তাই বুধবার তাঁকে শোকজ করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুত্বের তাস খেলেই ভোটব্যাঙ্ক বাড়াচ্ছে বিজেপি। তাই জিতেন্দ্র সেই পথে হেঁটেই প্রচার করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছেন।

তবে শুধু এই কথাই নয়, জিতেন্দ্র জানিয়েছেন, "বিগত পাঁচ বছর ধরে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। এখানকার মানুষ আমাকে ভালোবাসেন।" নাম না করে অনুব্রত মণ্ডলকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেন, "এখানে একজন রয়েছেন দিদির সৈনিক। যিনি বলছেন, সবার ঠ্যাং ভেঙে দেবেন, পা ভেঙে দেবেন। আমার ঠ্যাং ভাঙছিলেন, আমি বরদাস্ত করছিলাম। উনি বলেছেন, যাঁরা রাম নাম নেবেন তাদের ঠ্যাং ভেঙে দেবেন। এত মানুষ রামের নাম নিচ্ছেন, কার ঠ্যাং ভাঙবেন? আর আমি বলি, নির্বাচনে জেতার পর পাণ্ডবেশ্বরের যারা বয়স্ক মানুষ রয়েছেন তাঁদের দলের তরফ থেকে অযোধ্যা নিয়ে যাব। রামলালা দর্শন করিয়ে আনব। চ্যালেঞ্জ করছি একটা সময় পরেই পাণ্ডবেশ্বরের প্রতিটি গলি থেকে আওয়াজ আসবে জয় শ্রীরাম।"

করোনা-আক্রান্ত আমির খান বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাস

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। বুধবার আমির খানের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আমির খানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট। ফলে 'লাল সিং চাড্ডা'-ছবির শ্যুটে পড়ল বিরতি। আমিরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'বাড়িতে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন আমির খান। সমস্ত প্রোটোকল মেনে চলছেন আমির খান, তিনি ভালো আছেন।' মুখপাত্র মারফত আমির আবেদন জানিয়েছেন, 'সম্প্রতি যাঁরা তাঁর (আমির খান) সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও যেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিজেদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন।' মহারাষ্ট্রে ফের কোভিডের বাড়বাড়ন্ত। ভাইরাসের কবলে পড়ছেন বলিউডের একাধিক শিল্পীরা। করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ শুরু হতেই একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন।

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী নৌযুদ্ধ জাহাজ 'বজ্র' সেনা বাহিনীতে

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ (হি.স) : দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত বুধবার ভারতীয় নৌ যুদ্ধ জাহাজ 'বজ্র' দেশের সৈন্যবাহিনীতে তুলে দিলেন। এদিন চেন্নাইয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর মহা নির্দেশক কে নটরাজনের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে এই যুদ্ধজাহাজ তুলে দেওয়া হয়। উপকূল রক্ষার ক্ষেত্রে এ নিয়ে ষষ্ঠ দেশীয় জাহাজ সেনাবাহিনীতে যুক্ত হলো। এই জাহাজটি দেশীয় সংস্থা লারসন এন্ড টুব শিপ-বিল্ডিং লিমিটেড তৈরি করেছে। দেশীয় তে অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনায় এই যুদ্ধজাহাজটি নির্মাণ করা হয়েছে। জাহাজের মূল রক্ষক হিসেবে একটি ৩০ মিলিমিটার বন্দুক লাগানো হয়েছে। এছাড়া ২এফ সিএস নিয়ন্ত্রিত ১২.৭ মিলিমিটার রিমোট কন্টোল বন্দুক জাহাজে রয়েছে। এই সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রালি কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে।

নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন নীতীশ কুমার ঃ তেজস্বী

পাটনা, ২৪ মার্চ (হি.স.): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নতুন নাম দিয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্ব যাদব। নীতীশ কুমারকে "নির্লজ্জ কুমার" নাম আখ্যা দিয়ে তেজস্বী বলেছেন, 'নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন নির্লজ্জ কুমারজি।' 'বিহার স্পেশাল আর্মড পুলিশ বিল ২০২১' ঘিরে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার কাণ্ড হয় বিহার বিধানসভায়। রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর বিধায়কদের মারধর করে, টেনে-হিঁচড়ে বিধানসভার ভিতর থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নীতীশ কুমারকে "নির্লজ্জ কুমার" নাম আখ্যা দিয়েছেন তেজস্বী যাদব। নীতীশকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'নীতীশ কুমারজির জেনে রাখা উচিত সরকারের পরিবর্তন হয়। বিধাসভার ভিতরেই বিধায়কদের মারধর, নিগ্রহ করা হয়েছে। নীতীশ কুমার যদি মঙ্গলবারের ঘটনার জন্য ক্ষমা না-চান তাহলে বাকি মেয়াদের জন্য বিধানসভা বয়কট করতে পারি আমরা। নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন নির্লজ্জ কুমারজি।'

এদিকে, 'বিহার স্পেশাল আর্মড পুলিশ বিল ২০২১' ঘিরে বিরোধীদের হাঙ্গামার জেরে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, তেজপ্রতাপ যাদব এবং আরজেডি-র অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'বিহার স্পেশাল আর্মড পুলিশ বিল ২০২১' ঘিরে মঙ্গলবার যাবতীয় ঝামেলার সূত্রপাত হয়। এই বিলে এমন ধারা রয়েছে, যাতে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই কারও বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পারে বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারে।

এই বিলের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিধানসভার অধিবেশন ব্যাহত করার চেষ্টা করেন বিরোধী আরজেডি-র বিধায়করা। তার জেরে দফায় দফায় অধিবেশনের কাজ ব্যাহত হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীরা ওয়াকআউট করার পর বিল পাশ হয়ে যায় বিধানসভায়। তার পরেও বিল প্রত্যাহারের দাবিতে স্পিকার বিজয়কুমার সিংকে চেম্বারে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তেজস্বী যাদবের দলের বিধায়করা। দীর্ঘক্ষণ স্পিকার এ ভাবে আটকে থাকার পর ময়দানে নামে পুলিশ। কার্যত মারতে মারতে, কাউকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে বের করে দিতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা।

বিনামূল্যে রেশন পেতে আমাকে ভোট দেবেন বিষ্ণুপুরে মমতার আর্জিতে নেটিজেনদের তোপ

কলকাতা, ২৪ মার্চ (হি .স.) : "বিনামূল্যে রেশন পেতে আমাকে ভোট দেবেন"। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার এই আবেদন করেন।

মমতা বলেন, 'আমাদের বাংলার পরিবারে সব জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ আছে। আমি সবাইকে ভালোবাসি। বিজেপি আমায় কী শেখাবে? দুয়ারে বিনামূল্যে রেশন পেতে আমাকে ভোট দেবেন। আমাকে দেখেই ভোট দেবেন। প্রার্থীরা জিতলেই আমি সরকার তৈরি করতে পারব। আমি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-খাদ্য দিচ্ছি, পরেও দেব। বিজেপি সরকার কিছুই দেয়নি। তাই বিজেপির বহিরাগতদের বাংলা থেকে তাড়াতে হবে। '

একটি নামী সংবাদচ্যানেলের এই ফেসবুক খবর পোস্টের ২ ঘন্টা বাদে পৌনে ছ'টায় ৪ হাজার ৮০০ লাইক, ১ হাজার ১০০ মন্তব্য, ৫৭ শেয়ার। অধিকাংশই মহিলা। বেশিরভাগই সমালোচনা করেছেন। কবিতা ব্যানার্জী লিখেছেন, "সকলের জন্য কাজ চাই, রেশন চাই না। এই দশ বছরে আপনার মনে হয়নি বিনা মূল্যে রেশন দেবার? ভোটের আগে মনে পরলো?আগে থেকেই তো ভাঙা পায়ের দোহাই দিয়ে জনগনের দিকে লাথি দেখিয়ে বসে আছেন।

মহম্মদ তসলিম আরিফ মীর লিখেছেন, "বিভেদ আর অনুদানের রাজনীতি করে বাংলার মানুষের মেরুদণ্ড না ভেঙে তাদের গতর খাটানোর জায়গার ব্যাবস্থা করুন দেখবেন বাংলার মানুষ নিজের টাকায় চাল কিনে নিজের ছেলে মেয়ের পেট ভরাচ্ছে।"

রুনা ঘোষ লিখেছেন, "পিসির বাড়ির আবদার!" দেবদালি ঘোষ লিখেছেন, "বিনামূল্যে রেশন ও নেবো না আপনাকে ভোট ও দেব না। আপনি সবসময় সাধারণ মানুষকে ভিখারী বলে অপমান করছেন। আশুতোষ বিশ্বাস লিখেছেন, "দিদি এখন ভিক্ষুণী হয়েছেন মনে হচ্ছে। চলুন যদি আপনার কথা শুনে কেউ আপনার ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু ভোট ভিক্ষা রুপে দান করেন।" সুদীপ্ত শেখর ওঝা লিখেছেন, "এটা কি 'ভিক্ষাশ্রী' প্রকল্পের অন্তর্গত?"

ইন্দ্রাণী বড়ুয়া লিখেছেন, "ভোটে জিততে নিত্য নতুন ভেট।তার চেয়ে ভালো হতো যদি আপনি বলতেন ভোটে জিতে শিল্প করবেন, বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। বাড়িতে বাড়িতে বেকার ছেলেমেয়েদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।চাকরি চাই। বিনি পয়সায় কেউ কিছু চায় না। মানুষ কিন্তু শ্রমের মাধ্যমে আয় করে মাথা উচু করে বাঁচতে চায়। সেটুকুর সুযোগ করে দিলে মানুষ বর্তে যায়।"

শুভ শুভ লিখেছেন, "ভোটে জিততে নিত্য নতুন ভেট।তার চেয়ে ভালো হতো যদি আপনি বলতেন ভোটে জিতে শিল্প করবেন, বেকার দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। বাড়িতে বাড়িতে বেকার ছেলেমেয়েদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।চাকরি চাই। বিনি পয়সায় কেউ কিছু চায় না। মানুষ কিন্তু শ্রমের মাধ্যমে আয় করে মাথা উচু করে বাঁচতে চায়। সেটুকুর সুযোগ করে দিলে মানুষ বর্তে যায়। কমল বর লিখেছেন, "বিনামূল্যে রেশন শুধু আপনার দুধেল শুয়োরগুলোর দরকার! আমাদের দরকার নেই।"

সুবর্ণ সুন্দর দত্ত লিখেছেন, "চাকরি চাই, আমরা রেশন কিনে নিতে পারবো।" অনির্বান বোস লিখেছেন, "রেশনটা নিজের কষ্টার্জিত টাকায় কেনাটাই সম্মানের, ভিক্ষাবৃত্তি করে নয়, তাই ভোট টা ভিক্ষাবৃত্তি প্রসারের জন্য দেব না।" সুস্মিতা মাইতি লিখেছেন, "বিনামূল্যে রেশন চাই না, চাকরি দাও আমরা রেশন কিনে খাব।" স্বপন কুমার ঘোষ লিখেছেন, "জাগো বাংলা জাগো প্রজন্ম নিয়ে ভাবো। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করতে গিয়ে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বাংলা। বাংলা এখন পরিযায়ী শ্রমিক তৈরীর পাঠশালা। বহিরাগত তথ্য খাড়া করে যে সমস্ত বাংলার ছেলেরা ভিন রাজ্যে পেটের দায়ে কাজে গিয়েছেন তাদের পক্ষে বিপদজনক বিভাজন তৈরি করে দিচ্ছে এই তৃণমূল সরকার। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে ভিন রাজ্যের বাঙালিদের মধ্যে আতংকের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।"

বিড় জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা জেলা প্রশাসনের

মুম্বই, ২৪ মার্চ (হি.স) : মহারাষ্ট্রের বিড় জেলা করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাবার কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হল। জেলাশাসক রবীন্দ্র যোগতাপ এ খবর জানিয়ে বলেন, জেলার অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের লকডাউনের বিধি-নিষেধ কঠোর ভাবে পালন করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বুধবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, গত দশদিনে এই জেলায় করোনা সংক্রমনের সংখ্যা বেড়েছে এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউন করা ছাড়া বিকল্প উপায় ছিল না। তিনি আরও বলেন, এই লকডাউনে জেলার সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে বেসরকারি দফতরের কাজ গুলো বাড়ি থেকে করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জেলার সমস্ত হোটেল একই সঙ্গে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন তিনি। কেবলমাত্র দুধ,ওষুধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলি এই লকডাউন এর বাইরে রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।